হযরত ‘উমর ﷛ বলেনঃ

سَتُنْقَضُ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً

إِذَا نَشَأَ فِيْ الْإِسْلَامِ مَنْ لاَ يَعْرِفُ الْجَاهِلِيَّةَ

অর্থাৎ ইসলামের ভীতগুলো ধীরে ধীরে দুর্বল করে দেয়া হবে ; যখন তাতে এমন লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা জাহিলিয়্যাত সম্পর্কে কিছুই বুঝবে না।

تَسْهِيْلُ فَهْمِ التَّوْحِيْدِ

فِيْ ضُوْءِ مَا وَرَدَ فِيْ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ

কোর‘আন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে

তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা

সম্পাদনায়ঃ

মোস্তাফিজুর রহ্মান বিন্ আব্দুল আজিজ

প্রকাশনায়ঃ

المركز التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن

বাদ্শাহ্ খালিদ্ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র

পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫

কে, কে, এম, সি. হাফ্‌র আল্-বাতিন ৩১৯৯১

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
عبدالعزيز، مستفيض الرحمن حكيم
تسهيل فهم التوحيد./ مستفيض الرحمن حكيم عبدالعزيز.-
حفر الباطن، ١٤٣٠هـ
٥٦ ص؛ ١٢ × ١٧ سم
ردمك : ٣ - ١٣ - ٨٠٦٦ - ٦٠٣ - ٩٧٨
(النص باللغة البنغالية)
١- التوحيد أ- العنوان
ديوي ٢٤٠ ١٤٣٠/٤٧٨١

رقم الإيداع : ٤٧٨١ / ١٤٣٠
ردمك : ٠ - ٠١ - ٨٠٦٦ - ٦٠٣ - ٩٧٨

الطبعة الأولى

١٤٣١هـ - ٢٠١٠م

আহ্বান

প্রিয় পাঠক! আমাদের প্রকাশিত সকল বই পড়ার জন্য আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের বইগুলো নিম্নরূপঃ

১. বড় শির্ক
২. ছোট শির্ক
৩. হারাম ও কবীরা গুনাহ্ (১)
৪. হারাম ও কবীরা গুনাহ্ (২)
৫. হারাম ও কবীরা গুনাহ্ (৩)
৬. ব্যভিচার ও সমকাম
৭. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা
৮. মদপান ও ধূমপান
৯. কিয়ামতের ছোট-বড় নিদর্শন সমূহ
১০. তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা
১১. সাদাকা-খায়রাত
১২. নবী ﷺ যেভাবে পবিত্রতার্জন করতেন
১৩. নামায ত্যাগ ও জামাতে নামায আদায়ের বিধান

আমাদের উক্ত বইগুলোতে কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে অথবা কোন বিষয়-বস্তু আপনার নিকট অসম্পন্ন মনে হলে অথবা তাতে আপনার কোন বিশেষ প্রস্তাবনা থাকলে অথবা আপনার নিকট দা'ওয়াতের কোন আকর্ষণীয় পদ্ধতি অনুভূত হলে তা আমাদেরকে অতিসত্বর জানাবেন। আমরা তা অবশ্যই সাদরে ও সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করবো। জেনে রাখুন, কোন কল্যাণের সন্ধানদাতা উক্ত কল্যাণ সম্পাদনকারীর ন্যায়ই।

আহ্বানে
দা'ওয়াহ্ অফিস
কে. কে. এম. সি. হাফ্র আল-বাতিন

লেখকের কথাঃ

الْحَمْدُ لِلَّه الَّذِيْ بِحَمْدِه تَدُوْمُ النِّعَمُ، وَ الشُّكْرُ لِلَّه الَّذِيْ بِشُكْرِه تَزْدَادُ النِّعَمُ، وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِه أَجْمَعِيْنَ ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِه وَ صَحْبِه أَجْمَعِيْنَ ، وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যাঁর প্রশংসায় নিয়ামত স্থিতিশীল হয় এবং সকল কৃতজ্ঞতাও তাঁরই যাঁর কৃতজ্ঞতায় নিয়ামত বেড়ে যায়। সকল সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহ্ তা'আলার সর্ব শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির উপর যিনি হচ্ছেন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবায়ে কিরামের উপর। আরো বর্ষিত হোক ওঁদের উপর যাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের নিষ্ঠাবান অনুসারী।

বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ালে যে কোন সচেতন ব্যক্তি অবশ্যই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, এমন কোন এলাকা নেই যেখানকার লোকেরা কোন না কোন পীর অথবা কোন না কোন কবর নিয়ে ব্যস্ত নয়। কারণ, তারা মনে করছে, উক্ত পীর বা কবর তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের সমূহ কল্যাণ বয়ে আনবে। এরা তাদেরকে সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা করবে। এদের পূজা করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হবেন এবং তাঁর নৈকট্য দ্রুত লাভ করা সম্ভবপর হবে। পরকালে এরা তাদের জন্য সুপারিশ করবে। তাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে চিরস্থায়ী জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিবে।

কেউ কেউ তো আবার উক্ত পীর বা কবর নিয়ে অতি বাড়াবাড়িকে বুযুর্গদের নিতান্ত অধিকার বলে জ্ঞান করছে। যা না করলে তাদের এহেন মানহানির জন্য পরকালে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কঠিন জবাবদেহি করতে হবে ; অথচ তাদের কর্মকাণ্ড এবং মক্কার কাফির ও মুশ্‌রিকদের কর্মকাণ্ডের মাঝে

তেমন কোন ব্যবধান খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং কখনো কখনো শির্ক ও কুফরির ক্ষেত্রে এদের করুণ অবস্থা মক্কার কাফির ও মুশ্রিদের শির্ক ও কুফরিকে ম্লান করে দেয়। এদের উক্ত কর্মকাণ্ডকে যদি সঠিক বলে ধরে নেয়া হয় তা হলে বিশ্বের বুকে শির্ক ও কুফরির কোন অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

উক্ত মানসিকতার দ্বিধা নিরসনের জন্যই অত্র পুস্তিকাটির অবতারণা। পুস্তিকাটিতে কবর প্রেমিক ও পীর পূজারীদের কিছু সন্দেহের বিস্তারিত উত্তর সন্নিবেশিত হয়েছে।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হচ্ছে এই যে, এ পুস্তিকাটিতে রাসূল ﷺ সম্পৃক্ত যতগুলো হাদীস উল্লিখিত হয়েছে সাধ্যমত উহার বিশুদ্ধতার প্রতি সযত্ন দায়িত্বশীল দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে নিদেনপক্ষে সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা নাসেরুদ্দীন আল্‌বানী (রাহিমাহুল্লাহ্) এর হাদীস শুদ্ধাশুদ্ধনির্ণয়ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সকল যোগ্য গবেষকদের পুনর্বিবেচনার সুবিধার্থে প্রতিটি হাদীসের সাথে তার প্রাপ্তিস্থাননির্দেশ সংযোজন করা হয়েছে। তবুও সম্পূর্ণরূপে নিরেট নির্ভুল হওয়ার জোর দাবি করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছি না।

শব্দ ও ভাষাগত প্রচুর ভুল-ভ্রান্তি বিজ্ঞ পাঠকবর্গের চক্ষুগোচরে আসা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে ভুল গুরুসামান্য যতটুকুই হোক না কেন লেখকের দৃষ্টিগোচর করলে চরম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবো। যে কোন কল্যাণকর পরামর্শ দিয়ে দাওয়াতী স্পৃহাকে আরো বর্ধিত করণে সর্বসাধারণের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। আল্লাহ্ তা'আলা সবার সহায় হোন।

এ পুস্তিকাটি প্রকাশে যে কোন জনের যে কোন ধরণের সহযোগিতার জন্য সমুচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে এতটুকুও কোতাহী করছি না। ইহপরকালে আল্লাহ্ তা'আলা এঁদের প্রত্যেককে আকাঙ্ক্ষাতীত কামিয়াব করুন তাই হচ্ছে আমার

সর্বোচ্চ আশা ও একান্ত অধীর কামনা। আমীন সুম্মা আমীন ইয়া রাব্বাল ‘আলামীন।

সর্বশেষে জনাব শায়েখ আব্দুল হামীদ ফায়যী সাহেবের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারছিনে। যিনি অনেক ব্যস্ততার মাঝেও আমার আবেদনক্রমে পাণ্ডুলিপিটি আদ্যপান্ত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখেছেন এবং তাঁর অতীব মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁকে এর উত্তম প্রতিদান দিন এবং তাঁর জ্ঞান আরো বাড়িয়ে দিন এ আশা রেখে এখানেই শেষ করলাম।

লেখক

অবতরণিকা

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَى خَاتَمِ الأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি সর্ব জাহানের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী ও রাসূল আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবায়ে কিরামের উপর।

আল্লাহ্ তা'আলা জিন ও মানব সৃষ্টি করেছেন এবং সকল যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন শুধুমাত্র এ জন্যই যে, মানুষ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই ইবাদত করবে। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ ﴾

(আয-যারিয়াত : ৫৬)

অর্থাৎ আমি জিন ও মানবকে শুধুমাত্র এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা একমাত্র আমারই ইবাদাত করবে।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এই যে, সর্ব কালের সাধারণ মানুষরা উক্ত ইবাদাতের সঠিক মর্ম না বুঝার দরুন তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্যান্যদের জন্য সর্বদা অকাতরে ব্যয় করে যাচ্ছে। তাতে করে তারা বড় শির্কে লিপ্ত হওয়ার দরুন ইসলাম থেকে সমূলেই বের হয়ে যাচ্ছে।

দেখা যাচ্ছে, তারা নিজ মনে অত্যন্ত ভয়-ভীতি নিয়ে কবরে শায়িত নবী, ওলী ও বুযুর্গদের নিকট অহরহ ধর্ণা দিচ্ছে। তাঁদের নিকট দো'আ ও ফরিয়াদ করছে, তাঁদের জন্য মানত ও যবেহ্ করছে এবং তাঁদের কবর সমূহ তাওয়াফ করছে যেমনিভাবে তাওয়াফ করা হয় কাবা শরীফ। বস্তুতঃ এ গুলোর নামই

তো হচ্ছে ইবাদাত ; যদিও তারা ইহাকে অসীলা ধরা কিংবা বরকত হাসিল করাই বা মনে করুক না কেন।

কেউ কেউ আবার বলতে পারেন, আরে এরা তো সাধারণ মূর্খ জনগণ। এরা তো আর বুঝে না ইবাদাত কি? ধরে নিলাম এটা তাদের জন্য সত্যিই একটি খোঁড়া যুক্তি। কিন্তু ওদেরই বা কি কৈফিয়ত থাকতে পারে যারা ইবাদাতের সঠিক মর্ম বুঝেন বলে দাবি করেন এবং এ কথা মনের গভীর থেকে অনুধাবন করেন বলে তাওহীদপন্থীদেরকে জানান দেন যে, সাধারণ জনগণ যা করছে তা তো সত্যিই শির্ক। তবুও তাঁরা এ কথাই ভাবছেন যে, আরে এ তো অসীলা ধরার এক করুণ চিত্রই না মাত্র। আরে এ তো নবী, ওলী ও বুযুর্গদের প্রতি আবেগময় ভালোবাসার এক অভিনব বহিঃপ্রকাশই না মাত্র। তাই তো তাঁরা কখনো এদেরকে এ কাজে বাধা দিতে এতটুকুও সচেষ্ট হন না। বরং এদের কেউ কেউ তো আবার পয়সা ও পদের লোভে এ জাতীয় অনুষ্ঠানাদিতে নিজে সরাসরি অংশ গ্রহণ করে এ জাতীয় কর্মকাণ্ডে জনসাধারণকে কতই না উৎসাহ যোগিয়ে থাকেন। তাঁরা কি আল্লাহ্ তা'আলাকে এতটুকুও ভয় পান না? তাঁদের কি আখিরাতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কোন হিসাবই দিতে হবে না?

এ কঠিন পরিস্থিতির কথা চিন্তা করেই এ পুস্তিকাটির অবতারণা। কিছু পথহারা মানুষও যদি এ পুস্তিকাটি পড়ে সঠিক পথে ফিরে আসেন তা হলে আমার এ শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

সমস্যাটির মূল কারণঃ

উক্ত সমস্যাটির মূল কারণ হচ্ছে এই যে, বর্তমানের অধিকাংশ লোকই (চাই সে নামধারী আলিম হোক বা জাহিল) পূর্ব জাহিলিয়্যাতের কোন খবরই রাখেন না ; অথচ তা জানা সবারই একান্ত কর্তব্য। তা না হলে ইসলামের সঠিক রূপ এ দুনিয়াতে কখনোই টিকে থাকবে না।

হযরত 'উমর رضي الله عنه বলেনঃ

سَتُنْقَضُ عُرَى الإِسْلاَمِ عُرْوَةً عُرْوَةً إِذَا نَشَأَ فِيْ الإِسْلاَمِ مَنْ لاَ يَعْرِفُ الْجَاهِلِيَّةَ

(আল-ফাওয়াইদ/ইব্নুল ক্বায়্যিম ২৫৭)

অর্থাৎ ইসলামের ভিতগুলো ধীরে ধীরে দুর্বল করে দেয়া হবে ; যখন তাতে এমন লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা জাহিলিয়্যাত সম্পর্কে কিছুই বুঝবে না।

কেউ কেউ আবার বলে থাকেনঃ যারা নবী, ওলী বা বুযুর্গদের অসীলা ধরে, তাঁদের নিকট কোন কিছুর ফরিয়াদ করে, পরকালে তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সুপারিশ করবে বলে মানত ও পশু যবেহ্'র মাধ্যমে তাঁদের নৈকট্য কামনা করে তারা আবার কেনই বা কাফির ও মুশ্রিক হবে ; অথচ তারা তো এ কথা বিশ্বাস করে যে, তাদের প্রভু একমাত্র আল্লাহ্। তিনিই তো তাদের সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, জীবন ও মৃত্যুদাতা ইত্যাদি ইত্যাদি। তারা তো এ কথাও বিশ্বাস করে যে, কোন পীর বা বুযুর্গ আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত ইচ্ছা ছাড়া কারোর কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারে না। তাঁরা যা করছেন তা একমাত্র তাঁরই ইচ্ছাধীন।

মূলতঃ উক্ত চিন্তা-চেতনা সত্যিই ইসলাম বিধ্বংসী। যা পরবর্তী আলোচনায় সবার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যাবে ইন্শাআল্লাহ্।

নবী-রাসূল ও তাঁদের উম্মতের মাঝে দ্বন্দ্বের মৌলিক কারণঃ

নবী-রাসূল ও তাঁদের উম্মত বিশেষ করে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর যুগের মক্কার কাফির ও মুশ্রিকদের মাঝে দ্বন্দ্বের মূল কারণ এই ছিলো না যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বই স্বীকার করতো না এবং তাঁর উপর ঈমানও আনতো না। এমনকি তারা এ কথাও ভাবতো না যে, তাঁর হাতে দুনিয়ার সব কিছুর একক কর্তৃত্ব নেই। তিনি সকল লাভ-ক্ষতির মালিক নন। বরং তারা এ জাতীয় কিছু ভাবতেই পারেনি।

আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মক্কার কাফিরদের বিশ্বাসঃ

মক্কার কাফির ও মুশ্রিকরা আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বে সত্যিই দৃঢ় বিশ্বাসী

ছিলো। তাঁর প্রভুত্বে সবাই ছিলো একত্ববাদী। তাঁরা বিশ্বাস করতোঃ তিনিই একমাত্র তাদের প্রভু। এমনকি সব কিছুর প্রভুও তিনি। তারা নবী-ওলীদের যে মূর্তিগুলো পূজা করতো তাঁদের ব্যাপারে তারা এ ধারণা পোষণ করতো যে, এরাও তো আল্লাহ্ তা'আলারই সৃষ্টি এবং তাঁরই বান্দাহ্। এরা একান্তভাবে নিজের কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারে না। সকল লাভ-ক্ষতি এবং জীবন ও মৃত্যুর মালিক একমাত্র আল্লাহ্। তিনিই সবার একমাত্র স্রষ্টা ও রিযিকদাতা। এ ব্যাপারে তাঁর কোন শরীক বা সহযোগী নেই।

এটাই ছিলো আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি তাদের একান্ত বিশ্বাস। যে বিশ্বাস এ যুগের কবরপন্থীদেরও নেই। কারণ, মক্কার কাফিররা বিপদাপদের সময় একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেই ডাকতো এবং তাঁরই নিকট ফরিয়াদ করতো। যদিও তারা বিপদমুক্ত হলে তা ভুলে যেতো এবং মূর্তি পূজা শুরু করতো। কিন্তু এ যুগের কবরপন্থীরা একেবারেই ঠিক তাদেরই উল্টো। বরং শির্কের ব্যাপারে এরা তাদের চাইতে আরো অনেক বেশি অগ্রগামী। এরা বিপদাপদের সময় একমাত্র কবরবাসী নবী-ওলীদেরকেই স্মরণ করে। যা মক্কার কাফিররা করতো না। তখন তারা আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদের কথা একেবারেই ভুলে যায়। যদিও তারা বিপদমুক্ত হলে কখনো কখনো আল্লাহ্ তা'আলার কথাও স্মরণ করে।

আল্লাহ্ তা'আলা মক্কার কাফিরদের সম্পর্কে বলেনঃ

﴿ وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ ، فَأَنَّى يُؤْفَكُوْنَ ... وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللهُ ، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ ﴾

(আল-'আনকাবূত : ৬১-৬৩)

অর্থাৎ যদি তুমি তাদেরকে (মক্কার কাফির ও মুশ্‌রিকদেরকে) জিজ্ঞেস করোঃ কে সেই সত্তা যিনি ভূমণ্ডল ও আকাশ মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং নিয়ন্ত্রণ

করছেন চন্দ্র ও সূর্য? তারা অবশ্যই বলবেঃ তিনি হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্। তা হলে তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? ... যদি তুমি তাদেরকে (মক্কার কাফির ও মুশ্রিকদেরকে) জিজ্ঞেস করোঃ কে সেই সত্তা যিনি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন মৃত জমিনকে সজীব করেন? তারা অবশ্যই বলবেঃ তিনি হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্। তুমি বলোঃ সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য। তবে তাদের অধিকাংশই এটা বুঝে না।

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে আরো বলেনঃ

﴿ قُلْ لِمَنِ الأَرْضُ وَ مَنْ فِيْهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ، سَيَقُوْلُوْنَ لِلَّه ، قُــلْ أَفَــلاَ تَذَكَّرُوْنَ ، قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ، سَيَقُوْلُوْنَ لِلَّه ، قُلْ أَفَلاَ تَتَّقُوْنَ ، قُلْ مَنْ بِيَدِه مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ ، وَ هُوَ يُجِيْرُ وَ لاَ يُجَارُ عَلَيْه إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ، سَيَقُوْلُوْنَ لِلَّه ، قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُوْنَ ﴾

(আল-মু'মিনূন : ৮৪-৮৯)

অর্থাৎ তুমি (মক্কার কাফির ও মুশ্রিকদেরকে) জিজ্ঞেস করোঃ জমিন ও তাতে যে বা যা রয়েছে সেগুলোর মালিক কে? যদি তোমরা জেনে থাকো তা হলে এর উত্তর দাও। তারা অতি সত্বর বলবেঃ এ সব তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই মালিকানাধীন। তুমি বলোঃ তবুও কি তোমরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে না? তুমি (মক্কার কাফির ও মুশ্রিকদেরকে) জিজ্ঞেস করোঃ কে সেই সত্তা যিনি সপ্তাকাশ ও মহান আর্শের অধিকারী? তারা অতি সত্বর বলবেঃ এ সব তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই অধিকারাধীন। তুমি বলোঃ তবুও কি তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করবে না? তুমি (মক্কার কাফির ও মুশ্রিকদেরকে) জিজ্ঞেস করোঃ কে সেই সত্তা যাঁর হাতে সব কিছুর কর্তৃত্ব? তিনিই যে কাউকে আশ্রয় দিয়ে থাকেন। তাঁর উপর আশ্রয়দাতা আর কেউ নেই। যদি তোমরা জেনে থাকো তা হলে এর উত্তর দাও। তারা অচিরেই বলবেঃ সব কিছু তো আল্লাহ্ তা'আলারই কর্তৃত্বাধীন। তুমি বলোঃ তবুও

তোমরা কি করে বিভ্রান্ত ও যাদুগ্রস্ত হচ্ছো?

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الأَرْضِ أَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَ الأَبْصَارَ وَ مَــنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ يُّدَبِّرُ الأَمْرَ ، فَسَيَقُوْلُوْنَ اللهُ ، فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُوْنَ ﴾

(ইউনুস : ৩১)

অর্থাৎ তুমি (মক্কার কাফির ও মুশ্‌রিকদেরকে) জিজ্ঞেস করোঃ কে সেই সত্তা যিনি আকাশ ও জমিন থেকে তোমাদেরকে রিযিক দেন? কে সেই সত্তা যিনি (তোমাদের) কান ও চোখের মালিক? কে সেই সত্তা যিনি জীবিতকে মৃত থেকে এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন? কে সেই সত্তা যিনি (বিশ্বের) সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন? তারা অতি সত্বর বলবেঃ তিনি হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্। তুমি বলোঃ তবুও কি তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করবে না?

উক্ত আয়াত সমূহ এ কথাই প্রমাণ করে যে, মক্কার কাফির ও মুশ্‌রিকরা কখনো আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিলো না। তারা এ কথা বিশ্বাস করতো না যে, বিশ্বের কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় আল্লাহ্ তা'আলার কোন শরীক রয়েছে। বরং তারা ছিলো আল্লাহ্ তা'আলার প্রভুত্বে একান্ত বিশ্বাসী। তারা কখনো তাদের ওলীদের নিকট কারোর জীবন ভিক্ষা চাইতো না। না করতো কারোর মৃত্যু ঠেকানোর ফরিয়াদ। না করতো বৃষ্টির আবেদন। না চাইতো তাদের নিকট নিজের ভাগ্য পরিবর্তন। কারণ, তারা বিশ্বাস করতো উপরোক্ত ক্ষমতাগুলো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই।

সুতরাং এ কথা অসার প্রমাণিত হলো যে, কবর ও পীর পূজারীরা মুশ্‌রিক নয়। কারণ, তারা তো বিশ্বাস করে না যে, পীর ও কবরবাসীরা স্বকীয়ভাবে

কোন লাভ বা ক্ষতির মালিক। বরং তারা দৃঢ়ভাবে এ কথা বিশ্বাস করে যে, সকল লাভ বা ক্ষতির মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা।

মূলতঃ কবর পূজারীরা যদি মুশ্‌রিক না হয় তা হলে আবু লাহাব ও আবু জাহালরা মুশ্‌রিক হবে কেন? কারণ, তারাও তো উক্ত বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলো। বরং আরো দৃঢ়ভাবে।

মক্কার কাফির ও মুশ্‌রিকরা এখনকার মুশ্‌রিকদের চাইতে বেশি ঈমানদার ছিলোঃ

মক্কার কাফির ও মুশ্‌রিকরা এখনকার মুশ্‌রিকদের চাইতে বেশি ঈমানদার ছিলো। কারণ, তারা যে কোন বিপদে পড়লে তখন দুনিয়ার সকল মূর্তির কথা ভুলে গিয়ে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেই ডাকতো। আর তা এ জন্যই যে, তারা সবাই এ কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতো যে, তাদের মূর্তিগুলো এ কঠিন সময়ে তাদের কোন উপকার করতে পারবে না। এমনকি তাদের মূর্তিগুলো এ সময় তাদের ডাক-ফরিয়াদ এতটুকুও শুনতে পাবে না। এ জন্যই তারা এ কঠিন সময়ে একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেই ডাকতো।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ فَإِذَا رَكِبُوْا فِيْ الْفُلْكِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ﴾

(আল-'আনকাবূত : ৬৫)

অর্থাৎ তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন তারা বিশুদ্ধচিত্তে তথা একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেই ডাকে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে স্থলভাগে পৌঁছিয়ে দেন তখন তারা আবারো শির্কে লিপ্ত হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ إِلاَّ إِيَّاهُ ، فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ

أَعْرَضْتُمْ، وَ كَانَ الْإِنْسَانُ كَفُوْرًا ﴾

(আল-ইস্‌রা/বানী ইস্‌রাঈল : ৬৭)

অর্থাৎ সমুদ্রে থাকাকালীন যখন তোমরা কোন বিপদে পড়ো তখন আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য সকল শরীক তোমাদের মন থেকে উধাও হয়ে যায়। অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছে দেন তখন তোমরা আবারো তাঁর প্রতি বিমুখ হয়ে যাও। সত্যিই মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ تَدْعُوْنَهُ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً ، لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِه لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ ، قُلِ اللهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴾

(আল-আন্'আম : ৬৩-৬৪)

অর্থাৎ (হে মুহাম্মাদ!) তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, স্থল ও জলভাগের অন্ধকার তথা বিপদ সমূহ থেকে কে তোমাদেরকে রক্ষা করে থাকেন? যখন তোমরা কাতর কণ্ঠে চুপে চুপে তাঁর কাছে প্রার্থনা করে বলোঃ তিনি যদি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করেন তা হলে আমরা অবশ্যই তাঁর কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো। (হে নবী!) তুমি ওদেরকে বলে দাওঃ আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদেরকে সে বিপদ এবং অন্যান্য সকল বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে থাকেন। তবুও কি তোমরা তাঁর সাথে শির্ক করতেই থাকবে ?

বিপদাপদের সময় বর্তমান মুশ্‌রিকদের দুরবস্থাঃ

বিপদাপদের সময় বর্তমান যুগের মুশ্‌রিক তথা কবর ও পীরপন্থীদের অবস্থা পূর্বেকার মুশ্‌রিকদের একেবারেই বিপরীত। এরা সুবিধার সময় একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেই ডাকে। কিন্তু বিপদের সময় তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে

একেবারেই ভুলে যায়। তখন তারা একনিষ্ঠভাবে একমাত্র পীর-বুযুর্গদেরকেই ডাকতে থাকে। এমনকি তাদের জন্য হরেকরকমের মানতও করে থাকে। তাদের ধারণা ; জীলানী, মাইজভাণ্ডারী, আটরশী, শরীয়তপুরী, আজমিরীরা বিপদের ডাকই ভালো শুনেন। সুবিধার ডাক তারা তেমন শুনেন না। তাই তো তারা বিপদের সময় তাদেরকে ডাকতে এতটুকুও কোতাহী করে না। গাড়ী একসিডেন্টের সময় কিংবা নৌকা ডুবার সময় তারা মনভরে খাজা বাবা কিংবা ভাণ্ডারী বাবার কথাই বেশি বেশি স্মরণ করে। তখন তারা ওদেরকে এমনভাবেই ডাকে যে, মনে হয় তারা তখন তাদের সামনেই উপস্থিত।

আপনাদের কেউ এমন কোন পরিস্থিতি সরাসরি পর্যবেক্ষণ করলে অবশ্যই বুঝতে পারতেন, এ কবরপন্থীরা কেমনভাবে এ সুকঠিন সময়ে তাদের কবরবাসী প্রভুদেরকে ডাকে। দুর্ভাগ্যবশত আমি নিজেই একদা এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম। গাড়ী যখন একসিডেন্ট করতে যাচ্ছিলো তখন চতুর্দিক থেকে কয়েকজনের মুখ থেকে বাবা ভাণ্ডারী শব্দই শুনতে পাচ্ছিলাম। কারণ, গাড়ীটি ছিলো চট্টগ্রামমুখী। আর এরা ছিলো সেখানকার মাইজভাণ্ডারীদেরই ভক্ত।

ভাবতে খুব আশ্চর্যই লাগে যে, এরা কিভাবে এ কঠিন সময়ে নিজ প্রভু, স্রষ্টা ও রিযিকদাতাকে ভুলে গিয়ে এমন এক লোককে ডাকে যার একটি হাড়ও কবর খুঁড়লে এখন আর পাওয়া যাবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা এদের ব্যাপারে কতো সত্য মন্তব্যই না করেছেন ; তিনি বলেনঃ

﴿ وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غَافِلُوْنَ ﴾

(আল-আহ্ক্বাফ : ৫)

অর্থাৎ সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে যে মহান আল্লাহ্

তা'আলার পরিবর্তে এমন কাউকে ডাকে যে কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে কোন সাড়াই দিতে পারবে না বরং তারা এদের প্রার্থনার ব্যাপারে নিতান্তই গাফিল।

একটি সত্য ঘটনাঃ

আজ থেকে প্রায় একচল্লিশ বছর আগে একদা 'আল্লামাহ্ মুহাম্মাদ আহ্‌মাদ বা-শামীল (হাফিযাহুল্লাহ্) লোহিত সাগর বুকে নৌকা সফর করছিলেন। নৌকাতে ছিলো আশি জনের বেশি আরোহী। হঠাৎ যখন তুফান শুরু হলো এবং নৌকাটি ডুবে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা দেখা দিলো তখন কবরপন্থীরা চিরঞ্জীব মহান শক্তিধর আল্লাহ্ তা'আলাকে না ডেকে হযরত সা'ঈদ্ বিন্ 'ঈসা (রাহিমাহুল্লাহ্) কে ডাকতে শুরু করলো। যিনি আজ থেকে প্রায় ছয় শত বছর অধিক কাল আগে মৃত্যু বরণ করেছেন। সবাই নিজ মনে একান্ত ভয় ও আশা নিয়ে ডাকতে শুরু করলোঃ হে ইব্‌নু 'ঈসা! হে ইব্‌নু 'ঈসা! হে ধর্মের কাণ্ডারী! আপনি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। সবাই সমস্বরে বলছেঃ আমরা সবাই আপনার নিকট এ মর্মে ওয়াদা করছি যে, আপনি যদি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করেন তা হলে আমরা আপনার কবরে এ মানত দেবো, সে মানত দেবো ইত্যাদি ইত্যাদি। তাদের কর্মকাণ্ড দেখে মনে হচ্ছিলো যে, তিনিই সবকিছুর মালিক এবং তিনিই সবকিছু করতে পারেন।

জনাব বা-শামীল সাহেব তখন অল্প বয়সের ছিলেন। তবুও তিনি তাদেরকে এ কথা বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, এ রকম কঠিন সময়ে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্যকে ডাকতে নেই। তিনি তাদেরকে বিনয়ের সাথে বললেন যে, তোমরা এখন বিনয়ের সাথে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেই ডাকো। শায়েখ ইব্‌নু 'ঈসাকে ডাকলে এখন আর কোন লাভ হবে না। তিনি তোমাদের ডাক শুনতে পান না এবং তাঁর হাতে কিছুই নেই। তাঁর এ নসীহত শুনে তারা অন্তত্য রেগে গেলো এবং তারা একযোগে বললোঃ ওয়াহাবী! ওয়াহাবী! তাদের অধিকাংশই সিদ্ধান্ত নিলো বা-শামীলকে সাগরে ফেলে দিতে। কিন্তু

আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ও কয়েকজনের বাধার সম্মুখে তারা আর তাঁকে ফেলতে পারলো না। যখন তুফান বন্ধ হলো এবং সবাই আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় বেঁচে গেলো তখন ওরা বা-শামীলকে এ বলে ধমকাতে শুরো করলোঃ আজ যদি কুত্ব্ব ইব্নু 'ঈসা উপস্থিত না হতেন তা হলে বাঁচা কোন ভাবেই সম্ভব হতো না। সবাই এক সময় মাছের পেটেই চলে যেতাম। তুমি আর এ জীবনে কখনো ওলীদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা করো না।

জনাব বা-শামীল সাহেব এ কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে বললেনঃ তোমরা মিথ্যা বলছো। শায়েখ ইব্নু 'ঈসা কারোর কথাই শুনতে পান না। তিনি আবার কিভাবে তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে সাগরের এ কঠিন ঢেউ ঠেলে তোমাদেরকে বাঁচাবেন। তিনি তো মৃত। আর আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ মৃতরা কিছুই শুনতে পায় না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى ، وَ لاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴾

(আন-নাম্‌ল : ৮০)

অর্থাৎ মৃতকে তো তুমি কোন কথাই শুনাতে পারবে না। না বধিরকে পারবে কোন আহ্বান শুনাতে। যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায় তথা মৃত্যু বরণ করে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ مَا يَسْتَوِيْ الأَحْيَآءُ وَ لاَ الأَمْوَاتُ ، إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَآءُ ، وَ مَآ أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِيْ الْقُبُوْرِ ﴾

(ফাত্বির : ২২)

অর্থাৎ জীবিত আর মৃত তো কখনো সমান হতে পারে না। নিশ্চই আল্লাহ্ তা'আলা যাকেই চান তাকেই শুনান। তুমি কবরবাসীকে কখনো কিছু শুনাতে পারবে না।

কোন বিশেষ ব্যক্তি কবরে শুয়েও দুনিয়াবাসীর কথা শুনতে পান বলে কেউ দাবি করলে এর পক্ষে কুর'আন কিংবা হাদীসের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ দিতে হবে। কিন্তু এ পন্থীদের কেউ এ পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট প্রমাণ দিতে পারেনি। কিছুক্ষণের জন্য মেনে নিলাম, তাদের কেউ কেউ শুনতে পান তা হলে এ ধরনের কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ আছে কি? যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নিকট কোন কিছুর ফরিয়াদ করতে অনুমতি দিয়েছেন অথবা আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সে ডাকে সাড়া দিয়ে উক্ত বিপদ থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতা দিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এ জাতীয় প্রশ্নের সন্তোষজনক কোন উত্তরই পাওয়া যাবে না।

জনাব বা-শামীল বললেনঃ বস্তুতঃ তোমরা কুর'আন-সুন্নাহ্ জানতে চাও না বলেই এ জাতীয় মূর্খতায় লিপ্ত হলে। যিনি সব কিছু শুনতে ও দেখতে পান তাঁকে বাদ দিয়ে যিনি কোন কিছুই শুনতে বা দেখতে পান না তাঁকেই ডাকতে পারলে।

জনাব বা-শামীল বললেনঃ আমাদের সবাই যে আজ তুফানের হাত থেকে বেঁচে গেলাম তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহেই হয়েছে। তিনিই আমাদেরকে রক্ষা করেছেন। এতে ইব্‌নু 'ঈসার কোন হাত নেই। কারণ, তিনি তখন আমাদের সাথে ছিলেন না। তখন জনৈক কবরপন্থী বললোঃ আমরা অবশ্যই বিশ্বাস করি, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান। তিনিই সবকিছু করতে পারেন। জনাব বা-শামীল বললেনঃ তোমরা মিথ্যা বলছোঃ আল্লাহ্ তা'আলার উপর যদি সত্যিই তোমাদের পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা থাকতো তা হলে তোমরা সদা চিরঞ্জীব মহান স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে কখনো মৃত সৃষ্টকে ডাকতে পারতে না।

ইতিমধ্যে আরেক ব্যক্তি বলে উঠলোঃ তোমরা তো ওলীদেরকে ঘৃণা করো। তাদের কোন কারামতই বিশ্বাস করো না। তাই তো আজ ইব্‌নু 'ঈসার কারামত খানা দেখতে পারলে না। জনাব বা-শামীল বললেনঃ আরে আমি তো কোন ওলীকে কখনোই ঘৃণা করিনি। তুমি কি দেখেছো, আমি কখনো

কোন ওলীকে গালি দিয়েছি অথবা তাঁর কোন ধরনের সম্মান হনন করেছি। আর আমি তাঁদের কুর'আন-হাদীস স্বীকৃত কোন কারামতেও অবিশ্বাসী নই। আমি কি কখনো গিরিগুহায় আটক ব্যক্তিদের কারামত অস্বীকার করেছি? যা বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আমি কি কখনো হযরত আবু বকর, 'উমর, 'উসমান ও 'আলী ﵃ এর বিলায়াত অবিশ্বাস করেছি। যাঁদের সম্পর্কে বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে, তাঁরা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত আল্লাহ্'র ওলী। বরং তোমরা তোমাদের মূর্খতার সাপোর্ট না দিলেই যে কাউকে এমন অপবাদ দিয়ে থাকো। যাক, এখন বলোঃ সে কারামত খানা কি? যা আমি দেখতে পাইনি। তখন সে বললোঃ আমি সা'ঈদ্ বিন্ 'ঈসাকে দেখতে পেলাম। তিনি নৌকার দাঁড় ধরে সাগরকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ হে সাগর! তুমি শান্ত হয়ে যাও। তখনই সাগর খানা শান্ত হয়ে গেছে। তাঁকে দেখে আমি যেন নূরের একটি ঝলক দেখলাম এবং তাঁর বরকতেই আমরা তুফান থেকে মুক্তি পেলাম।

জনাব বা-শামীল তাকে বললেনঃ তুমি কি কখনো হযরত সা'ঈদ্ বিন্ 'ঈসাকে দেখেছিলে? সে বললোঃ না, আমি কখনো তাঁকে দেখিনি। জনাব বা-শামীল বললেনঃ তা হলে তুমি কিভাবে বুঝতে পারলে তিনিই যে হযরত সা'ঈদ্ বিন্ 'ঈসা। তুমি যদি কোন কিছু দেখেই থাকো তা হলে তোমার নিকট কি আল্লাহ্ তা'আলা কোন ওহী পাঠিয়েছেন যে, ইনিই হলেন সে হযরত সা'ঈদ্ বিন্ 'ঈসা। তখন সে আর এর কোন উত্তর দিতে পারলো না।

তখন জনাব বা-শামীল সাহেব তাকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথেই বললেনঃ বস্তুত তুমি সা'ঈদ্ বিন্ 'ঈসাকে দেখোনি, না আর অন্য কাউকে দেখেছো। বরং অত্যন্ত ভয়ের কারণে তুমি তখন চোখেমুখে শুধু অন্ধকারই দেখছিলে। আর তখন শয়তানও সেখানে উপস্থিত হয়েছিলো। তখন তুমি মনে করেছিলে, হয়তো বা এই ইব্নু 'ঈসা। তখন তার উত্তর ছিলো যা সকল তাওহীদ বিদ্বেষীদেরই একমাত্র উত্তরঃ তুমি ওয়াহাবী, তুমি কাফির, তুমি বেয়াদব, তুমি গাদ্দার, তুমি ওলীদেরই শত্রু ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপরোক্ত ঘটনা থেকে এ কথা উপলব্ধি করা একেবারেই সহজ যে, বিপদের সময় আল্লাহ্ তা'আলার উপর মক্কার কাফির ও মুশ্রিকদের বিশ্বাস ও আস্থা অনেক অনেক বেশি ছিলো বর্তমান যুগের কবরপূজারী মুশ্রিকদের চাইতেও।

কেউ কেউ আবার বলতে পারেন, যারা বিপদের সময় ইব্নু 'ঈসা অথবা বাবা ভাণ্ডারী কিংবা বাবা শাহ্জালাল বলে ডাকেন তাদের পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার উপরই। তারা এমন বিশ্বাস করে না যে, ইব্নু 'ঈসা অথবা বাবা ভাণ্ডারী জলে বা স্থলে নৌকা কিংবা গাড়ী পরিচালনা করেন এবং তাদের সাথেই তাঁরা রয়েছেন। তাদের ডাক শুনেন এবং তাদের ডাকে সাড়া দেন যেমনিভাবে সাড়া দেন মহান আল্লাহ্ তা'আলা। বরং তারা এ কথা বিশ্বাস করে যে, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই উপরোক্ত ওলীদের অসিলায় সে কঠিন মুহূর্তে তাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন। তবে এ মুহূর্তে তাদেরকে ডাকা হয় এ কারণেই যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাদের এমন এক বিরাট সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে যার দিকে তাকিয়ে তথা তাদের সম্মান রক্ষার্থেই একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই তাদেরকে উক্ত বিপদ থেকে উদ্ধার করেন।

উপরোক্ত কথা যারা বলে থাকেন তাদের কথা সবটুকুই মিথ্যা। কারণ, কোন বিবেকবান মানুষ এমন কাউকে কখনো ডাকেন না অথবা তার নিকট ফরিয়াদ করেন না যার ব্যাপারে তাঁর ধারণা সে কিছুই শুনতে পায় না এবং তাঁর ডাকে সে কখনো সাড়া দিবে না কিংবা সে তাঁর কোন লাভ বা ক্ষতির মালিকও নয়। বরং তাদের ডাকার ধরন ও মানতের ধরন দেখলে এ কথা সহজেই বিশ্বাস আসে যে, কবরপন্থীরা এ কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে, তাদের ওলীরা সুখে-দুঃখে তাদের সাথেই আছেন। তাঁরা তাদের সকল ফরিয়াদ শুনেন এবং তাদের ডাকে সাড়া দেন। এমনকি তাদেরকে বিপদ থেকে নিজ হাতেই রক্ষা করেন। তাই তো তারা বিপদ থেকে উদ্ধার হওয়ার পর তাদের মানতগুলো ঠিক ঠিকই পুরো করে থাকে। কারণ, তাদের বিশ্বাস তারা যদি ওয়াদাকৃত মানতগুলো ঠিক ঠিক পুরো না করে তা হলে ওরা অবশ্যই তাদের যে কোন

ধরনের ক্ষতি সাধন করবে।

যারা মৃতদেরকে ডাকে তারা পাগল কিংবা কাফিরঃ

যারা কোন বিপদে পড়লে মৃত ওলীদেরকে ডাকে তারা অবশ্যই এ কথা বিশ্বাস করে যে, মৃত ওলীরা তাদের ফরিয়াদ শুনেন এবং তাদের ডাকে সাড়া দেন। এমনকি তাদেরকে বিপদ থেকে নিজ হাতেই উদ্ধার করেন। যদি তারা এমন বিশ্বাস করে থাকে (যা বাস্তব) তা হলে তারা বড়ো মুশ্‌রিক ও কাফির। আর যদি তারা এ কথা বিশ্বাস করে যে, মৃত ওলীরা তাদের ডাক শুনেন না এবং তাদের ডাকে সাড়া দেন না (যা অবাস্তব) তা হলে তারা পাগল।

বস্তুতঃ তারা পাগল নয়। বরং তাদেরকে শয়তান পথভ্রষ্ট করেছে। শির্‌কী কর্মকাণ্ডগুলোকে তাদের সামনে ওলীদের মুহাব্বত বলে উপস্থাপন করেছে। তাই তো তারা বিপদের সময় আল্লাহ্ তা'আলার উপর আস্থা হারিয়ে ওলীদের উপর আস্থা স্থাপন করে তাদেরকে মনেপ্রাণে বিনয়ের সাথে ডাকতে থাকে।

উপরোক্ত আলোচনার পর এ কথা স্বীকার করা একেবারেই সহজ হয়ে গেলো যে, মক্কার কাফির ও মুশ্‌রিকরা আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বে একান্তই বিশ্বাসী ছিলো। তারা মনে করতো, আল্লাহ্ তা'আলাই সব কিছুর মালিক। তারা কখনো এ কথা বিশ্বাস করতো না যে, তাদের মূর্তিগুলো তথা ইয়াগূস, ইয়া'উক্ব, নাস্‌র, লাত, 'উয্‌যা ও মানাত সৃষ্টি, জীবন বা মৃত্যু দান কিংবা কারোর লাভ বা ক্ষতির ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার শরীক ছিলো।

কেউ কেউ আবার বলতে পারেন, মক্কার কাফির ও মুশ্‌রিকরা আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বে কখনোই বিশ্বাসী ছিলো না। কারণ, মহান আল্লাহ্ তা'আলাই তাদের সম্পর্কে বলেনঃ

﴿ وَ قَالُوْا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَ نَحْيَى ، وَ مَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ ، وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ، إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّوْنَ ﴾

(আল-জাসিয়াহ্ : ২৪)

অর্থাৎ তারা বললোঃ একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন। তাতেই আমরা মরি ও বাঁচি। তবে কালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। (আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ) বস্তুতঃ এ ব্যাপারে তাদের কোন সঠিক জ্ঞান নেই। তারা শুধু মনগড়া ধারণাই করে যাচ্ছে।

মূলতঃ এরা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। এরা হলো আরবদের একটি ক্ষুদ্র দল। যারা ছিলো কাফির, মুল্হিদ ও একান্ত প্রকৃতিবাদী। এ যুগের কমিউনিষ্টরা তাদেরই চেলা-চামুণ্ডা। এরা কখনো আল্লাহ্ তা'আলায় বিশ্বাসী ছিলো না। না ছিলো তারা মূর্তিপূজারী।

এ দিকে মক্কার মুশ্রিকরা কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলো। তবে তারা তাঁরই সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য সে যুগের মূর্তিগুলোর অসিলা ধরতো এবং তাদেরই নিকট সাহায্য কামনা করতো। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেনঃ

﴿ وَ مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَ هُمْ مُّشْرِكُوْنَ ﴾

(ইউসুফ : ১০৬)

অর্থাৎ তাদের অধিকাংশই ছিলো আল্লাহ্ তা'আলাতে বিশ্বাসী। তবুও কিন্তু তারা মুশ্রিক।

মক্কার মুশ্রিকরা যদি মহান আল্লাহ্ তা'আলায় বিশ্বাসী নাই হতো তা হলে মূর্তিপূজার মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জনের কোন মানেই হয় না। না প্রয়োজন হয় তাঁর নিকট কোন সুপারিশকারীর।

এদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَآ إِلَى اللهِ زُلْفَى ﴾

(আয-যুমার : ৩)

অর্থাৎ যারা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা বলেঃ আমরা তো এদের পূজা এ জন্যই করি যে, এরা একদা

আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যে পৌঁছিয়ে দিবে।

আল্লাহ্ তা'আলা এদের সম্পর্কে আরো বলেনঃ

﴿ وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَ لاَ يَنْفَعُهُمْ، وَ يَقُوْلُوْنَ هَؤُلآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللهِ ﴾

(ইউনুস : ১৮)

অর্থাৎ আর তারা মহান আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত করে যারা তাদের কোন ক্ষতিও করতে পারবে না ; না কোন লাভ। তবুও তারা বলেঃ এরা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমাদের একান্ত সুপারিশকারী।

মক্কার কাফির ও মুশ্‌রিকদের শির্কের মূলকথাঃ

কেউ কেউ আবার বলতে পারেন, মক্কার মুশ্‌রিক ও কাফিররা যখন আল্লাহ্ তা'আলায়ই বিশ্বাসী ছিলো। তা হলে কি সেই শির্ক যার দরুন আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আনের বহু জায়গায় তাদের নিন্দা করেছেন। তাদের রক্ত ও সম্পদ মুসলমানদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন।

বস্তুতঃ এ প্রশ্নের উত্তরেই রয়েছে শির্কের মূল কথাটি লুক্কায়িত। মুসলিম বিশ্বের সবাই যদি আজ এ ব্যাপারটি গভীরভাবে চিন্তা ও পর্যালোচনা করতো তা হলে বিশ্বের কোন মুসলমানই এখন আর মুশ্‌রিক থাকতো না। কেউ আর আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে ডাকতো না, অন্য কারোর জন্য আর কোন কিছু মান্নত বা যবাইও করা হতো না। যা হচ্ছে একমাত্র মহান আল্লাহ্ তা'আলারই অধিকার।

আরবদের শির্ক কি ছিলো তা না জানার কারণেই তো আজ মুসলমানদের এ দুরবস্থাঃ

আরবদের শির্ক কি ছিলো তা না জানার কারণেই মুসলমানরা আজ এমন এমন কাজ করে যাচ্ছে যা মূলতই শির্ক ; অথচ তারা তা শির্ক বলে মনে

করে না। এ অজ্ঞতার কারণেই তো আজ তারা এমন এমন কাজ করে যাচ্ছে যা মূলত কুফরি ; অথচ তারা তা কুফরি বলে মনে করে না। যেমনঃ কোন মৃত ওলীকে ডাকা বা তাঁর নিকট কোন কিছুর ফরিয়াদ করা। তাঁর জন্য কোন কিছু মানত করা বা যবাই করা যাতে আল্লাহ্ তা'আলার দ্রুত সান্নিধ্য পাওয়া যায় এবং কিয়ামতের দিন তাদের সুপারিশ নসিব হয়।

এ ব্যাপারে হযরত 'উমর ﵁ এর পূর্বাশঙ্কাঃ

হযরত 'উমর ﵁ বহু পূর্বেই এ জাতীয় শির্কের আশঙ্কা নিজ ভাষায় এ ভাবেই ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেনঃ

سَتُنْقَضُ عُرَى الإِسْلاَمِ عُرْوَةً عُرْوَةً إِذَا نَشَأَ فِيْ الإِسْلاَمِ مَنْ لاَ يَعْرِفُ الْجَاهِلِيَّةَ

(আল-ফাওয়াইদ/ইব্নুল ক্বায়্যিম ২৫৭)

অর্থাৎ ইসলামের ভিতগুলো ধীরে ধীরে দুর্বল করে দেয়া হবে ; যখন তাতে এমন লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা জাহিলিয়্যাত সম্পর্কে কিছুই বুঝবে না।

যারা আজ মৃতদেরকে ডাকছে। তাদের জন্য মানত ও যবাই করছে। সময় সময় তাদের কবর ও মাযার তাওয়াফ করছে এবং অতি বিনয়ের সাথে তাদের প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করছে এ আশায় যে, তারা কিয়ামতের দিন তাদের ভক্তদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সুপারিশ ও মধ্যস্থতা করবে। তারা যদি জানতো এ কাজগুলোই জাহিলী যুগের শির্ক ও কুফর তা হলে তারা এ কাজগুলো কখনোই করতো না।

মক্কার মুশ্রিকদের মূল শির্কঃ

মক্কার কাফির ও মুশ্রিকরা আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব ও পুরো বিশ্বের উপর তাঁর একক কর্তৃত্বে পরিপূর্ণ আস্থাশীল হওয়া সত্ত্বেও তাঁর একান্ত সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য তাঁরই সৃষ্টি লাত, 'উয্যা, মানাত, ইয়াগূস, ইয়া'উক্ব নাস্রদেরকে মাধ্যম বানিয়েছিলো। তারা মনে করতো একদা এরাই তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সুপারিশ করবে তাদের প্রয়োজন সমূহ

মেটানোর জন্য এবং তাদেরকে কঠিন বিপদাপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য। তাই তো তারা মাঝে মাঝে তাদের জন্য মানত ও যবাই করে তাদের সন্তুষ্টি কামনা করতো। যাতে তারা বিপদের সময় তাদের ডাকে সাড়া দেয়।

এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নিন্দা করেছেন এবং তাদেরকে মুশ্রিক বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَ لاَ يَنْفَعُهُمْ ، وَ يَقُوْلُوْنَ هَؤُلآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللهِ ، قُلْ أَتُنَبِّؤُوْنَ اللهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِيْ السَّمَاوَاتِ وَ لاَ فِيْ الأَرْضِ ، سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴾

(ইউনুস : ১৮)

অর্থাৎ আর তারা মহান আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত করে যারা তাদের কোন ক্ষতিও করতে পারবে না ; না কোন লাভ। তবুও তারা বলেঃ এরা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমাদের একান্ত সুপারিশকারী। (হে নবী!) তুমি তাদেরকে বলে দাওঃ তোমরা কি আল্লাহ্ তা'আলাকে এমন বিষয়ের জ্ঞান দিচ্ছো যা তিনি জানেন না। না আকাশে না জমিনে। মূলতঃ তিনি পবিত্র ও তাদের শির্কী কর্মকাণ্ডের অনেক ঊর্ধ্বে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لاَ شَفِيْعٍ ، أَفَلاَ تَتَذَكَّرُوْنَ ﴾

(আস-সাজ্দাহ্ : ৪)

অর্থাৎ তিনি ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী নেই। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না।

কোন ওলী-বুযুর্গকে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর বান্দাহ্'র মাঝে একান্ত মাধ্যম মনে করা হুবহু কুফরিঃ

মূলতঃ উক্ত দর্শনের ভিত্তিতেই মক্কার কাফির ও মুশ্রিকরা তাদের মূর্তিগুলোকে ডাকতো, সময়ে সময়ে তাদের কাছে কোন কিছুর ফরিয়াদ করতো। তাদের জন্য মানত ও যবাই করতো। সেগুলোর চারদিকে তাওয়াফ করতো। তারা মনে করতো এরই মাধ্যমে তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে দ্রুত পেয়ে যাবে এবং প্রয়োজনে এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাদের জন্য সুপারিশ ও মধ্যস্থতা করবে।

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উক্ত দর্শন ও কর্মকাণ্ডগুলোকে শির্ক ও কুফরি বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং তাদের রক্ত ও সম্পদকে মুসলমানদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন। আর এরই কারণে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ তাদের বিরুদ্ধে বদর, উ'হুদ, 'হুনাইন ও খন্দকের মতো বড়ো বড়ো যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং তাদের সাথে আত্মীয়তার সকল বন্ধন ছিন্ন করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উক্ত কর্মকাণ্ডকে গাইরুল্লাহ্'র 'ইবাদাত বলেও আখ্যায়িত করেছেন এবং এরই দরুন তিনি তাদের উপর ভয়ানকভাবে রাগান্বিত হয়েছেন। কারণ, তারা তাঁরই অনুমতি ছাড়া নিজেদের মনগড়া মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল হয়েছে এবং তাদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِه ﴾

(আল-বাক্বারাহ্ : ২৫৫)

অর্থাৎ এমন কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে?

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উক্ত কর্মকাণ্ডগুলোকে কুর'আন মাজীদে এভাবে চিত্রিত করেছেন। তিনি বলেনঃ

﴿ يَآ أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ ، إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَـــنْ

يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَ لَو اجْتَمَعُوْا لَهُ ، وَ إِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَ يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ، ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوْبُ ، مَا قَدَرُوْا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ ، إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴾

(আল-'হাজ্জ : ৭৩-৭৪)

অর্থাৎ হে মানব সকল! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শুনো। তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা তো কখনো একটি মাছিও তৈরি করতে পারবে না। যদিও তারা এ উদ্দেশ্যে সবাই একত্রিত হয়। আর যদি মাছি তাদের থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয় তাও তারা উদ্ধার করতে পারবে না। আহ্! পূজারী ও দেবতা কতই না দুর্বল! মূলতঃ তারা আল্লাহ্ তা'আলার যথোচিত সম্মান উপলব্ধি করতে পারেনি। আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান পরাক্রমশালী।

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ব্যাপারে আরো বলেনঃ

﴿ وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَ لاَ يَنْفَعُهُمْ ، وَ يَقُوْلُوْنَ هَؤُلاَءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللهِ ، قُلْ أَتُنَبِّؤُوْنَ اللهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِيْ السَّمَاوَاتِ وَ لاَ فِيْ الأَرْضِ ، سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴾

(ইউনুস : ১৮)

অর্থাৎ আর তারা মহান আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত করে যারা তাদের কোন ক্ষতিও করতে পারবে না ; না কোন লাভ। তবুও তারা বলেঃ এরা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমাদের একান্ত সুপারিশকারী। (হে নবী!) তুমি তাদেরকে বলে দাওঃ তোমরা কি আল্লাহ্ তা'আলাকে এমন বিষয়ের জ্ঞান দিচ্ছো যা তিনি জানেন না। না আকাশে না জমিনে। মূলতঃ তিনি পবিত্র ও তাদের শির্কী কর্মকাণ্ডের অনেক উর্ধ্বে।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ أَلاَ لِلَّهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ، وَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَآءَ ، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ

لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللهِ زُلْفَى ، إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ، إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴾

(আয-যুমার : ৩)

অর্থাৎ জেনে রেখো, অবিমিশ্র আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য। আর যারা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে অভিভাবক বা সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করেছে তারা বলেঃ আমরা তো এদের পূজা এ জন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যে নিয়ে যাবে। তারা যে বিষয় নিয়ে এখন নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন সে বিষয়ের সঠিক ফায়সালা দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কাফির ও মিথ্যাবাদীকে কখনো সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।

আল্লাহ্ তা'আলা তো এমন নন যে, তাঁর বান্দাহ্'র কোন ব্যাপার তাঁর নিকট কখনো লুক্কায়িত থাকে। যার দরুন বান্দাহ্'র কোন ব্যাপার তাঁর নিকট পৌঁছানোর জন্য তাঁর কোন মাধ্যম বা সুপারিশকারীর প্রয়োজন হয়। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা ওদের নিন্দা করেন যারা কোন ওলী-বুযুর্গকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিজেদের মাধ্যম ও সুপারিশকারী হিসেবে মনে করে। মূলতঃ তাঁরাও তো আল্লাহ্ তা'আলারই বান্দাহ্ এবং তাঁরাও তো মনে ভয় ও আশা নিয়ে সর্বদা তাঁরই নৈকট্য কামনা করে। তাঁরা নিজেদের কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারে না। সুতরাং অন্যের কোন লাভ বা ক্ষতি করার তো কোন প্রশ্নই আসে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قُلِ ادْعُوْا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِه فَلاَ يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَ لاَ تَحْوِيْلاً ، أُوْلآئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ إِلَى رَبِّهِمِ الْوَسِيْلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ، وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَ يَخَافُوْنَ عَذَابَهُ ، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا ﴾

(আল-ইস্‌রা/বানী ইস্‌রাঈল : ৫৬-৫৭)

অর্থাৎ (হে নবী!) তুমি বলে দাওঃ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া যাদেরকে পূজ্য বানিয়েছো তাদেরকে ডাকো। দেখবে, তারা তোমাদের কোন দুঃখ বা দুর্দশা দূর করতে পারবে না। এমনকি তা সামান্যটুকু পরিবর্তনও নয়। মূলতঃ তারা যাদেরকে ডাকে তারাই তো তাদের প্রভুর নিকট একান্ত নৈকট্য লাভের উপায় অনুসন্ধান করে এবং এ ব্যাপারে পরস্পর প্রতিযোগিতা করে যে, কে আল্লাহ্ তা'আলার কতো নিকটবর্তী হতে পারে। এমনকি তারা সর্বদা তাদের প্রভুর নিকট তাঁর অপার দয়া ও কৃপার আশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় পায়। বস্তুতঃ তোমার প্রভুর শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِه مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ، إِنْ تَدْعُوْهُمْ لاَ يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ وَ لَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ وَ لاَ يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ﴾

(ফাতির : ১৩-১৪)

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা (খেজুরের আঁটির আবরণ সমপরিমাণ) সামান্য কিছুরও মালিক নয়। তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা কিছুতেই শুনতে পাবে না। আর শুনতে পাচ্ছে বলে মেনে নিলেও তারা তো তোমাদের ডাকে কখনো সাড়া দিবে না। কিয়ামতের দিবসে তারা তোমাদের শির্কী কর্মকাণ্ডকে অস্বীকার করবে। (আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ) আমার মতো সর্বজ্ঞের ন্যায় কেউই তোমাকে সঠিক সংবাদ দিতে পারবে না।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ، وَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِه لاَ يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَ مَا هُوَ بِبَالِغِه ، وَ مَا دُعَآءُ الْكَافِرِيْنَ إِلاَّ فِيْ ضَلاَلٍ ﴾

(আর-রা'দ : ১৪)

অর্থাৎ সত্যিকারের একক ডাক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। যারা তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে আহ্বান করে তাদের আহ্বানে ওরা কখনো কোন সাড়া দিবে না। তারা ওই ব্যক্তির ন্যায় যে মুখে পানি পৌঁছুবে বলে হস্তদ্বয় সম্প্রসারিত করেছে ; অথচ সে পানি কখনো তার মুখে পৌঁছুবার নয়। বস্তুতঃ কাফিরদের ডাক ব্যর্থ ও নিষ্ফল হতে বাধ্য।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ قُلِ ادْعُوْا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ لاَ يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِيْ السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِيْ الأَرْضِ وَ مَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَّ مَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ ، وَ لاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾

(সাবা : ২২-২৩)

অর্থাৎ হে নবী তুমি বলে দাওঃ তোমরা যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার পরিবর্তে পূজ্য মনে করো তাদেরকে ডাকো। তারা আকাশ ও পৃথিবীর অণু পরিমাণ কিছুরও মালিক নয়। এতদুভয়ে তাদের কোন অংশীদারিত্বও নেই এবং তাদের কেউ তাঁর সহায়কও নয়। তাঁর নিকট একমাত্র অনুমতিপ্রাপ্তদেরই কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হতে পারে।

কেউ কেউ আবার বলে থাকেন যে, এ আয়াতগুলো তো আরবের জাহিলী যুগের কাফির ও মুশ্রিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং ওলী-বুযুর্গদের নিকট ফরিয়াদকারীদের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্কই নেই। অতএব তাদের উপর এ আয়াতগুলোর বিধি-বিধান কখনো প্রয়োগ করা যাবে না।

মূলতঃ এ জাতীয় কথা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। কারণ, পুরো কুর'আনই তো আরবের কাফির ও মুশ্রিকদের যুগে এবং এর বেশির ভাগ আয়াতই তো তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। তাই বলে কি কুর'আন শুধুমাত্র সে যুগের লোকদের জন্যই। না তা সর্ব যুগের সর্ব স্থানের পুরো বিশ্ববাসীদের জন্য। তাই তো আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত কুর'আন মাজীদকে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত রক্ষা

করবেন। কারণ, এর বিধি-নিষেধ সর্ব কালীন ও সর্ব জনীন।

অতএব কুর'আনের শাব্দিক ব্যাপকতাই গ্রহণ করতে হবে ; এর উপলক্ষ নয়। অন্য দিকে যে কোন বিধানই কারণ নির্ভরশীল। সুতরাং উক্ত কারণ কোথাও পাওয়া গেলে সে জাতীয় বিধানও তথা নিশ্চয়ই প্রযোজ্য হবে।

মক্কার কাফির ও মুশ্রিকরা মুশ্রিক সাব্যস্ত এ জন্যই হয়েছিলো যে, তারা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্যান্যদেরকে ডাকতো এবং তাদের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হতো যেন তারা একদা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাদের জন্য সুপারিশ করে। আর এটিই তো বর্তমান কবরপন্থীদের হুবহু নীতি। কারণ, তারাও তো দুনিয়ার ওলী-বুযুর্গদেরকে ডাকে এবং তাঁদের নিকট কোন কিছুর ফরিয়াদ করে যেন তারা একদা তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মধ্যস্থতা করে। যখন উদ্দেশ্য এবং কাজ একই তথা সুপারিশের উদ্দেশ্যে মানত, যবেহ্ ও আহ্বানের মাধ্যমে গায়রুল্লাহ্ অভিমুখী হওয়া তখন বিধানও তো এক হওয়া আবশ্যক।

কেউ কেউ আবার বলে থাকেন, আরে শির্কের ব্যাপারে উভয়ের বিধান এক হবে কেন? অথচ উভয়ের মাঝে কিছু কিছু পার্থক্য এখনো বিদ্যমান। আর তা হচ্ছে, মক্কার কাফির ও মুশ্রিকরা একেবারে একান্তভাবে গায়রুল্লাহ্'রই ইবাদত করতো। আর এ ব্যাপারটি একেবারে সুস্পষ্টভাবে তারা নিজেরাই স্বীকার করতো। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উক্ত স্বীকারোক্তিটি কুর'আন মাজীদে এভাবেই ব্যক্ত করেন। তিনি বলেনঃ মক্কার মুশ্রিকরা বলেঃ

﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللهِ زُلْفَى ﴾

(আয-যুমার : ৩)

অর্থাৎ আমরা তো এদের (মূর্তিদের) ইবাদত বা পূজা এ জন্যই করি যে, এরা একদা আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যে নিয়ে যাবে।

অপর দিকে ওলী-বুযুর্গদের অসিলা গ্রহণকারীরা তো গায়রুল্লাহ্'র ইবাতের

ব্যাপারটি সরাসরি অস্বীকার করে। তারা বলেঃ আমরা ওলী-বুযুর্গদেরকে ডাকি কিংবা তাঁদের নিকট কোন কিছুর ফরিয়াদ করি ইবাদতের উদ্দেশ্যে নয়। বরং আমরা এরই মাধ্যমে তাদের একান্ত বরকত সংগ্রহ করি এবং তাঁদের অসিলা ধরি।

শব্দের পরিবর্তন কখনো বাস্তবতার কোন পরিবর্তন ঘটায় নাঃ

মূলতঃ বিধান এক হওয়ার জন্য উভয়ের কর্ম এবং উদ্দেশ্য এক হওয়াই যথেষ্ট। শব্দের পরিবর্তন এতে কোন প্রভাবই ফেলতে পারে না। এমনকি তা ধর্তব্যও নয়। যেমনঃ কোন ব্যক্তি মূর্তির সামনে সিজদাহ্ দিতে অভ্যস্ত ; অথচ সে একান্ত নির্দ্বিধায় বলে থাকে যে, আমি গায়রুল্লাহ্'র ইবাদত করি না এবং তা কখনো সমর্থনও করি না। তাই বলে কি সে উক্ত কর্মকাণ্ডের জন্য কখনো কাফির বা মুশ্রিক বলে সাব্যস্ত হবে না? না কি মানুষ তাকে তাওহীদপন্থী বলেই মেনে নিবে?

তবে উভয়ের মধ্যে এতটুকু পার্থক্য আমরা অবশ্যই মেনে নেবো যে, মক্কার কাফির ও মুশ্রিকরা মুশ্রিক হলেও তারা ছিলো একান্ত সুস্পষ্টবাদী। তারা যা করতো তা সরাসরি মুখে স্বীকার করতো। কিন্তু এখনকার কবর পূজারী কাফির ও মুশ্রিকরা তারা যা করে তা সরাসরি মুখে স্বীকার করে না। বরং তারা তা ঢাকা দেওয়ার জন্য বরকত বা অসিলা নামক শব্দ আবিষ্কার করেছে। এতে করে বিধানের কোন পার্থক্য হবে না। বরং তারা উভয়ই মুশ্রিক এবং উভয়ই কাফির।

আমরা ইতিপূর্বে বলেছিলাম যে, মক্কার কাফির ও মুশ্রিকরা আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব ও প্রভুত্বে একান্ত বিশ্বাসী ছিলো। আমরা এও বলেছিলাম যে, তাদের শির্কের মূল রহস্যই বা কোথায় এবং তাদেরকে মুশ্রিক বলার কারণই বা কি। বর্তমান কবর পূজারীরা যে তাদের ওলীদেরকে ডাকে এবং তাঁদের নিকট কোন কিছুর ফরিয়াদ করে। তাঁদের জন্য যে কোন কিছু মানত

করে কিংবা যবাই করে। তাঁদের নিকট যে কোন কিছু আশা করে কিংবা তাদেরকে ভয় পায় তা হুবহু গায়রুল্লাহ্'রই ইবাদত। কারণ, মক্কার কাফির ও মুশ্রিকরা তাদের মূর্তি বা ওলীদের সাথে এমনই আচরণ করতো। যা আল্লাহ্ তা'আলা গায়রুল্লাহ্'র ইবাদত বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং উভয় পক্ষ যখন উদ্দেশ্য ও কর্মকাণ্ডে একই তখন বিধানেও উভয় পক্ষ একইভাবে কাফির বা মুশ্রিক বলে আখ্যায়িত হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই।

যদি এ কথা কারোর বিশ্বাসই না হয় তা হলে তাকে এ প্রশ্নের অবশ্যই সঠিক উত্তর দিতে হবে যে, মক্কার কাফির ও মুশ্রিকদের ইবাদতের ধরনই বা কি ছিলো যার দরুন তারা মুশ্রিক বা কাফির বলে আখ্যায়িত হয়েছে?

মূলতঃ যেই সেই করে পরিশেষে সকল কুর'আন বিশ্লেষককে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, মক্কার কাফির ও মুশ্রিকরা আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত নৈকট্য অর্জনের জন্য তাদের মূর্তিগুলোকে ডাকতো এবং তাদের জন্য মানত ও যবেহ্ করতো। এমনকি তাদের তাওয়াফও করতো। তবে তারা এ কথা বিশ্বাস করতো যে, তাদের মূর্তিগুলো কাউকে সৃষ্টি করেনি কিংবা কাউকে রিযিক দেয়নি। কাউকে জীবন দেয়নি কিংবা কাউকে মৃত্যু দেয়নি। কারোর কোন কল্যাণ করেনি কিংবা কারোর কোন অকল্যাণ দূর করেনি। তবুও তারা সেগুলোর ইবাদত এ জন্যই করতো যে, তা হলে তারা তাদের উপর সন্তুষ্ট হবে। আর তখনই তারা তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যে নিয়ে যাবে এবং তাদের জন্য সুপারিশ করবে। আর তখনই তারা আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও করুণার পাত্র হবে।

এটিই হচ্ছে গায়রুল্লাহ্'র ইবাদত এবং এটিই হচ্ছে শির্ক ও কুফরি।

যখন এবার মক্কার কাফির ও মুশ্রিকদের ইবাদতের ধরনই জানা গেলো তখন কবর পন্থীদের নিকট শুধু এ প্রশ্নটুকুই থেকে যায় যে, কবর পূজারীরা কি

তাদের মৃত ওলীদেরকে ডাকে না কিংবা তাঁদের নিকট কোন কিছুর ফরিয়াদ করে না? তাদের জন্য কি কোন কিছু মানত করে না কিংবা কোন পশু যবাই করে না? তাদের কবর কি তাওয়াফ করে না কিংবা তাদের কবরের পার্শ্বে একান্ত বিনয়ীর বেশে দাঁড়ায় না? যাতে করে তাঁরা তাদের উপর খুশি হয়ে একদা তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সুপারিশ করে এবং তাদের জন্য মধ্যস্থতা করে।

যখন উক্ত প্রশ্নের বাস্তবতা অস্বীকার করার কারোর কোন জো নেই তখন এ কথা অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, বর্তমান যুগের কবরপন্থী ও মক্কার মুশ্রিকরা একই। বরং তাদের মধ্যে কোন ধরনের ভেদাভেদই নেই। তা হলে উভয় পক্ষই কাফির ও মুশ্রিক। কারণ, উভয় পক্ষের কর্মকাণ্ড এবং উদ্দেশ্য একই।

কেউ কেউ আবার বলে থাকেন, আরে এখনো তো উভয়ের মাঝে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। আর তা হচ্ছে, মক্কার কাফির ও মুশ্রিকরা তো নিজেদের হাতে গড়া মূর্তির পূজা করতো। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যার কোন মর্যাদাই নেই। কিন্তু কবরপন্থীরা তো এমন ওলী-বুযুর্গদেরকে ডাকে কিংবা তাদের নিকট কোন কিছুর ফরিয়াদ করে যাদের সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অনেক বেশি।

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে নিজ ভাষায় বলেনঃ

﴿ أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴾

(ইউনুস : ৬২)

অর্থাৎ জেনে রাখো, আল্লাহ্'র ওলীদের না কোন আশঙ্কা আছে। আর না তারা কখনো বিষণ্ন হবে।

মূলতঃ গারুল্লাহ্'র ইবাদত করার নামই তো শির্ক এবং কুফরি। চাই তা যে রকম ইবাদতই হোক না কেন এবং চাই তা যে কারোর জন্যই হোক না কেন।

চাই সে নবী ও রাসূল হোক। চাই সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকটতম ফিরিশ্তা হোক। চাই সে নেককার ওলী হোক। চাই সে পাথুরে মূর্তি হোক। চাই সে বিতাড়িত শয়তান হোক।

মক্কার মুশ্রিকরা মূলতঃ ওলীদেরই পূজা করতোঃ

মক্কার মুশ্রিকরা মূলতঃ ওলীদেরই পূজা করতো। যদিও বাহ্যিকভাবে দেখা যায় তারা মূর্তিপূজারী। কারণ, সে মূর্তিগুলো ছিলো পূর্বেকার কোন না কোন ওলী-বুযুর্গদের। তাঁরা যখন মৃত্যু বরণ করলেন তখন এরা তাঁদের কবর পূজা না করে (যা এখন চলছে) তাঁদেরই নামে নিজ হাতে মূর্তি গড়ে নেয় এবং তা পূজা করতে শুরু করে। যেন তাঁদের মূর্তিগুলোকে সম্মান করলে তাঁরা খুশি হয়। আর তাঁরা খুশি হলেই তো একদা তাঁরা এদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সুপারিশ ও মধ্যস্থতা করবেন। এ জন্যই তো মূর্তিগুলোর নাম ওদের নামেই রাখা হয়েছিলো। যেমনঃ "ইয়াগূস", "ইয়া'উক্", "ওয়াদ্", "নাস্র", সুওয়া'" এবং "লাত" ও "'উয্যা" ইত্যাদি ইত্যাদি। যেমনিভাবে এ যুগে এমন অনেক মাযার পাওয়া যায় যাতে কোন বুযুর্গ ব্যক্তি শায়িত নেই এরপরও তাঁদের কারো কারোর নামে ব্যবসার নিয়্যাতে মাযার বানিয়ে নেয়া হয়।

মক্কার মুশ্রিকরা যে ওলীদেরই পূজা করতো তা আল্লাহ্ তা'আলা নিজ ভাষায় ব্যক্ত করেন। তিনি বলেনঃ

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ، فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ﴾

(আল-আ'রাফ : ১৯৪)

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া যাদেরকে ডাকছো তারা তো তোমাদের মতোই আল্লাহ্'র বান্দাহ্। সুতরাং তোমরা তাদেরকেই ডাকতে থাকো। তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে তারা অবশ্যই তোমাদের ডাকে সাড়া দিবে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ، وَ إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴾

(আল-'আনকাবূত : ৪১)

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে ওলী রূপে গ্রহণ করেছে তাদের দৃষ্টান্ত সে মাকড়সার ন্যায় যে নিজের জন্য ঘর বানিয়েছে। আর ঘরের মধ্যে মাকড়ার ঘরই তো সব চাইতে দুর্বল। যদি তারা জানতো তা হলে এমন কাজ করতো না।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَآءَ ، لاَ يَمْلِكُوْنَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّ لاَ ضَرًّا ﴾

(আর-রা'দ :১৬)

অর্থাৎ তুমি বলে দাওঃ তবে কি তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্যকে ওলী বানিয়েছো ? এমনকি যারা নিজেদের লাভ-ক্ষতিরও মালিক নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ أَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْ أَوْلِيَآءَ ، إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِيْنَ نُزُلاً ﴾

(আল-কাহ্ফ : ১০২)

অর্থাৎ কাফিররা কি ভাবছে যে, তারা আমাকে বাদ দিয়ে আমারই বান্দাহ্দেরকে ওলী রূপে গ্রহণ করবে ? নিশ্চয়ই আমি কাফিরদের জন্য আপ্যায়ন সরূপ জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছি।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ أَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَآءَ ، فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُّ ﴾

(আশ-শূরা : ৯)

অর্থাৎ তারা কি আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে ওলী রূপে গ্রহণ করেছে? মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলাই হচ্ছেন তাদের ওলী-অভিভাবক।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضِ ، وَ هُوَ يُطْعِمُ وَ لاَ يُطْعَمُ ﴾

(আল-আন'আম : ১৪)

অর্থাৎ (হে নবী!) তুমি বলে দাওঃ আমি কি আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে ওলী হিসেবে গহণ করবো ? অথচ তিনিই ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডলের স্রষ্টা। তিনিই সবাইকে খাওয়াচ্ছেন। কেউ তাঁকে খাওয়ায় না।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ أَلاَ لِلَّهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ، وَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَآءَ ، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللهِ زُلْفَى ﴾

(আয-যুমার : ৩)

অর্থাৎ জেনে রেখো, অবিমিশ্র আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য। আর যারা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে ওলী রূপে গ্রহণ করেছে তারা বলেঃ আমরা তো এদের পূজা এ জন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যে নিয়ে যাবে।

উক্ত আয়াত সমূহ এ কথাই প্রমাণ করে যে, মক্কার কাফির ও মুশ্রিকরা এ যুগের কবর ও পীর পূজারীদের ন্যায় তারাও পীর-বুযুর্গদের পূজা করতো। তারা ওদেরকে বিপদের সময় ডাকতো, তাদের জন্য পশু যবাই করতো, মানত করতো এবং তাদের মূর্তির চারদিক তাওয়াফ করতো। তাদেরকে ভয় পেতো এবং তাদের নিকট কোন কিছু আশা করতো। যেন তারা একদা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাদের জন্য সুপারিশ করে এবং তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকটবর্তী করে।

মক্কার মুশ্‌রিকরা মূলতঃ শুধু মূর্তি পূজাই করতো নাঃ

মক্কার মুশ্‌রিকরা মূলতঃ শুধু মূর্তি পূজাই করতো না। বরং তারা এরই মাধ্যমে ওদের পূজা করতো যাদের নামে এ মূর্তিগুলো বানানো হয়েছে। যারা ছিলো তাদের মধ্যে সে যুগের ওলী-বুযুর্গ। যেমনঃ লাত, উয্‌যা, মানাত, ইয়াগূস, ইয়া'উক্ব ও নাস্‌র। সুতরাং তাদের মাঝে ও বর্তমান কবর পূজারীদের মাঝে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য বলতে শুধু এতটুকুই যে, মক্কার মুশ্‌রিকরা তাদের বুযুর্গদের নামে মূর্তি বানিয়ে সেগুলোর পূজা করতো। আর বর্তমান যুগের কবর পূজারীরা অত্যন্ত সুচতুরভাবে মূর্তিপূজার দুর্নামটুকু এড়ানোর জন্য টাকা-পয়সা খরচ করে বুযুর্গদের মূর্তি না বানিয়ে সরাসরি তাদের নামে চিহ্নিত কবরগুলোর পূজা শুরু করলো। মূলতঃ মূর্তিপূজা বা কবরপূজা কারোরই উদ্দেশ্য নয়। বরং বুযুর্গপূজা বা পীরপূজাই তাদের মৌলিক উদ্দেশ্য যাঁদের নামে এ কবর বা মূর্তিগুলো।

এ কারণেই তো অতি উৎসাহী কোন কোন কবরপূজারী আজমিরীর কবর যিয়ারত করার পর কেউ তাকে কোথায় থেকে আসলে বলে জিজ্ঞাসা করলে সে অত্যন্ত খুশির সঙ্গে বলে উঠেঃ বাবা খাজা আজমিরীর সাক্ষাতে গিয়েছিলাম ; অথচ সে খাজার সাক্ষাৎ করেনি বরং তার কবর যিয়ারত করেছে। যেমনিভাবে মক্কার লাত ও মানাতপূজারীদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলতো লাতের সাক্ষাতে গিয়েছিলাম ; অথচ সে লাতের সাক্ষাৎ করেনি বরং সে তার মূর্তির সাক্ষাত করেছে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ

﴿ وَ قَالُوْا لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَ لاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَّ لاَ سُوَاعاً ، وَ لاَ يَغُوْثَ وَ يَعُوْقَ وَنَسْراً ﴾

(নূহ্ : ২৩)

অর্থাৎ তারা বলেছেঃ তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের দেব-দেবীকে ; পরিত্যাগ করো না ওয়াদ্দ্, সুওয়া', ইয়াগুস্, ইয়াউক্ ও নাসর্‌কে।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেনঃ

صَارَتِ الْأَوْثَانُ الَّتِيْ كَانَتْ فِيْ قَوْمِ نُوْحٍ فِيْ الْعَرَبِ بَعْدُ ، أَمَّا وَدٌّ: كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ ، وَ أَمَّا سُوَاعٌ: كَانَتْ لِهُذَيْلٍ ، وَ أَمَّا يَغُوْثُ: فَكَانَتْ لِمُرَادٍ ، ثُمَّ لِبَنِيْ غُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ عِنْدَ سَبَإٍ ، وَ أَمَّا يَعُوْقُ: فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ ، وَأَمَّا نَسْرٌ: فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ لِآلِ ذِيْ الْكَلَاعِ أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِيْنَ مِنْ قَوْمِ نُوْحٍ ، فَلَمَّا هَلَكُوْا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ: أَنِ انْصِبُوْا إِلَى مَجَالِسِهِمْ الَّتِيْ كَانُوْا يَجْلِسُوْنَ أَنْصَاباً وَ سَمُّوْهَا بِأَسْمَائِهِمْ ، فَفَعَلُوْا ، فَلَمْ تُعْبَدْ ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُوْلَائِكَ وَ تَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ

(বুখারী, হাদীস ৪৯২০)

অর্থাৎ যে মূর্তিগুলোর প্রচলন নূহ্ عليه السلام এর সম্প্রদায়ে ছিলো তা এখন আরবদের নিকট। দাউমাতুল্ জান্দাল্ এলাকায় কাল্ব সম্প্রদায় ওয়াদ্দ্‌কে পূজা করতো। হুযাইল্ সম্প্রদায় সুওয়া'কে। মুরাদ্ সম্প্রদায় ইয়াগুস্‌কে। সাবাদের নিকটবর্তী এলাকা জাউফের "বানী গোত্বাইফ্" গোত্ররাও ইয়াগুসেরই পূজা করতো। হাম্‌দান সম্প্রদায় ইয়াউক্‌কে। জুল্ কালা' এর বংশধর হিম্‌য়ার সম্প্রদায় নাস্‌রকে। এ সবগুলো ছিল নূহ্ عليه السلام এর সম্প্রদায়ের ওলী-বুযুর্গদের নাম। যখন তারা মৃত্যুবরণ করলো তখন শয়তান তাদের সম্প্রদায়কে এ মর্মে বুদ্ধি দিলো যে, তোমরা ওদের বৈঠকখানায় ওদের প্রতিমূর্তি বানিয়ে সম্মানের সাথে বসিয়ে দাও। অতঃপর তারা তাই করলো। কিন্তু তখনো ওদের পূজা শুরু হয়নি। তবে এ প্রজন্ম যখন নিঃশেষ হয়ে গেলো এবং ধর্মীয় জ্ঞানের বিলুপ্তি ঘটলো তখনই এ প্রতিমূর্তিগুলোর পূজা শুরু হলো।

ইমাম কাল্‌বী তাঁর "আল-আস্‌নাম" কিতাবে বলেনঃ

ثُمَّ جَاءَ الْقَرْنُ الثَّالِثُ فَقَالُوْا: مَا عَظَّمَ أَوَّلُوْنَا هَؤُلَاءِ إِلاَّ وَ هُمْ يَرْجُوْنَ شَفَاعَتَهُمْ عِنْدَ اللهِ فَعَبَدُوْهُمْ

(আল-আস্‌নাম ৫২)

অর্থাৎ অতঃপর যখন তৃতীয় প্রজন্ম আসলো তারা বললোঃ পূর্ববর্তীরা তো এদের সম্মান এ জন্যই করতো যে, তারা আশা করতো এরা তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট একদা সুপারিশ করবে। তাই তারা এদের পূজা শুরু করলো।

মুহাম্মাদ বিন্ কা'ব (রাহিমাহুল্লাহ) ওয়াদ্দ, সুওয়া', ইয়াগূস্, ইয়াউক্ব ও নাসর্ সম্পর্কে বলেনঃ

هَذِهِ أَسْمَاءُ قَوْمٍ صَالِحِيْنَ كَانُوْا بَيْنَ آدَمَ وَ نُوْحٍ ، فَلَمَّا مَاتُوْا كَانَ لَهُمْ أَتْبَاعٌ يَقْتَدُوْنَ بِهِمْ وَ يَأْخُذُوْنَ مَأْخَذَهُمْ فِيْ الْعِبَادَةِ ، فَجَاءَهُمْ إِبْلِيْسُ ، وَ قَالَ لَهُمْ: لَوْ صَوَّرْتُمْ صُوَرَهُمْ كَانَ أَنْشَطَ لَكُمْ وَ أَشْوَقَ إِلَى الْعِبَادَةِ ، فَفَعَلُوْا ، ثُمَّ نَشَأَ قَوْمٌ بَعْدَهُمْ ، فَقَالَ لَهُمْ إِبْلِيْسُ: إِنَّ الَّذِيْنَ كَانُوْا قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَهُمْ فَعَبَدُوْهُمْ

অর্থাৎ এগুলো আদম عليه السلام থেকে নূহ্ عليه السلام মধ্যবর্তী যুগের বুযুর্গদের কিছু নাম। যখন তাঁরা মৃত্যু বরণ করলেন তখন তাঁরা এমন কিছু অনুসারী রেখে গেলেন যারা ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাঁদের হুবহু অনুসরণ করতো। একদা তাদের নিকট শয়তান ইবলীস এসে বললোঃ যদি তোমরা তাঁদের মূর্তি গড়ে তোমাদের সামনে রাখতে তা হলে তোমরা ইবাদাত করতে আরো বেশি আনন্দ-উৎসাহ্ পেতে। তখন তারা তাই করলো। অতঃপর এর পরবর্তী প্রজন্মকে শয়তান আবার বললোঃ তোমরা বসে আছো কেন ? তোমাদের পূর্ববর্তীরা তো এগুলোর ইবাদাত করতো। তখন তারা এগুলোর ইবাদাত শুরু করে দেয়।

মূর্তিপূজার শুরুঃ

আর তখন থেকেই মূর্তিপূজা শুরু হয়ে যায়। তারা সে ছবিগুলোকে ওদের নামে আখ্যায়িত করে সেগুলোর পূজা শুরু করে দেয়।

ইমাম কাল্‌বী তাঁর "আল-আস্বনাম" কিতাবে উল্লেখ করেনঃ "লাত" ছিলো ত্বায়িফে। তার আবির্ভাব মানাতেরও অনেক পরে। একদা সেখানে চার কোণে একটি পাথর ছিলো। আর জনৈক ইহুদি সে পাথরের পার্শ্বে বসে হাজীদেরকে ছাতু ঘুলে খাওয়াতো।

আল্লামাহ্ শাহ্‌রাস্তানী তাঁর "আল-মিলাল ওয়ান-নি'হাল" কিতাবে বলেনঃ বিশ্বের যে কোন জায়গার মূর্তিগুলো মূলতঃ যে কোন মা'বূদের ছবি অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে। যাতে উক্ত মূর্তিগুলো ওদের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। নতুবা বিশ্বে এমন কোন বুদ্ধিমান কল্পনা করা যায় না যে নিজ হাতে বানানো মূর্তিকে তার মা'বূদ হিসেবে বিশ্বাস করবে। কিন্তু যখন তারা এগুলোর প্রতি বিশেষভাবে ঝুঁকে পড়েছে এবং নিজের সকল প্রয়োজন এগুলোর কাছে চাওয়া শুরু করেছে তখন তাদের এ উন্মুখতা ও চাওয়াকে ইবাদাত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বরং তারা নিজেরাও উক্ত কথাটি নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মাজীদে তাদের উক্ত স্বীকারোক্তিটি এভাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেনঃ

﴿ وَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِه أَوْلِيَآءَ ، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللهِ زُلْفَى ﴾

(আয-যুমার : ৩)

অর্থাৎ আর যারা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে ওলী রূপে গ্রহণ করেছে তারা বলেঃ আমরা তো এদের পূজা এ জন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যে নিয়ে যাবে।

কেউ কেউ বলতে পারেন, যদি মক্কার কাফিররা বুযুর্গ পূজাই করতো তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে মূর্তিপূজার কথা উল্লেখ না করে সরাসরি

বুযুর্গ পূজার কথাই বা উল্লেখ করলেন না কেন ? বরং আল্লাহ্ তা'আলা তা না করে সকল জায়গায় শুধু মূর্তিপূজারই নিন্দা করেছেন। যদিও কোথাও কোথাও বুযুর্গ পূজার কথাও রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ فَاجْتَنِبُوْا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَ اجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ﴾

(আল-'হাজ্জ : ৩০)

অর্থাৎ সুতরাং তোমরা বর্জন করো মূর্তি পূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাকো মিথ্যা কথা হতে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَوْثَانًا وَ تَخْلُقُوْنَ إِفْكًا ﴾

(আল-'আন্‌কাবূত : ১৭)

অর্থাৎ তোমরা তো আল্লাহ্ তা'আলাকে বাদ দিয়ে শুধু মূর্তিপূজাই করছো আর আল্লাহ্ তা'আলার নামে অপবাদ গড়ছো।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ وَ قَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِيْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾

(আল-'আন্‌কাবূত : ২৫)

অর্থাৎ ইব্রাহীম বললোঃ তোমরা মহান আল্লাহ্ তা'আলাকে বাদ দিয়ে মূর্তিগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছো তোমাদের পার্থিব জীবনের পারস্পরিক বন্ধুত্ব রক্ষার খাতিরে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ جَاوَزْنَا بِبَنِيْ إِسْرَآئِيْلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ ﴾

(আল-আ'রাফ : ১৩৮)

অর্থাৎ আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করে দিলাম। অতঃপর তারা মূর্তিপূজায় রত একটি জাতির সংস্পর্শে আসলো।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَّ اجْنُبْنِيْ وَ بَنِيَّ أَنْ نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ ﴾

(ইব্রাহীম : ৩৫)

অর্থাৎ আর স্মরণ করো যখন ইব্রাহীম বললোঃ হে আমার প্রতিপালক! আপনি এ শহরকে (মক্কাকে) নিরাপদ করুন এবং আমাকে ও আমার ছেলে-সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ لأَبِيْهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ، إِنِّيْ أَرَاكَ وَ قَوْمَكَ فِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ ﴾

(আল-আন্'আম : ৭৪)

অর্থাৎ আর স্মরণ করো যখন ইব্রাহীম তার পিতা আযরকে বললোঃ আপনি কি মূর্তিগুলোকে নিজ মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছেন ? নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে প্রকাশ্য ভ্রষ্টতায় নিপতিত দেখছি।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيْمَ ، إِذْ قَالَ لأَبِيْهِ وَ قَوْمِهِ مَا تَعْبُدُوْنَ ، قَالُوْا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِيْنَ ﴾

(আশ-শু'আরা' : ৬৯-৭১)

অর্থাৎ তাদের নিকট ইব্রাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা করো। যখন সে তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলেছিলোঃ তোমরা কিসের ইবাদাত করো ? তারা বললোঃ আমরা মূর্তিপূজা করি এবং নিষ্ঠার সাথে সর্বদা তাদের পূজায় ব্যস্ত থাকবো।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ لَقَدْ آتَيْنَآ إِبْرَاهِيْمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ ، وَ كُنَّا بِهِ عَالِمِيْنَ ، إِذْ قَالَ لأَبِيْهِ وَ قَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْ أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُوْنَ ، قَالُوْا وَجَدْنَآ آبَآءَنَا لَهَا عَابِدِيْنَ ﴾

(আল-আম্বিয়া' : ৫১-৫৩)

অর্থাৎ আমি তো বহু পূর্বেই ইব্রাহীমকে সৎপথের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং আমি ছিলাম তার সম্পর্কে সম্যক অবগত। যখন সে তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বললোঃ এ মূর্তিগুলো কি যেগুলোর পূজায় তোমরা সর্বদা ব্যস্ত রয়েছো ? তারা বললোঃ আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে এদের পূজা করতে দেখেছি।

উক্ত আয়াতগুলো এটাই প্রমাণ করে যে, মক্কার কাফিররা সরাসরি মূর্তি পূজাই করতো। বুযুর্গ পূজা নয়।

মূর্তিপূজাই তো বুযুর্গপূজাঃ

হ্যাঁ, এ কথা সত্য যে, মক্কার কাফিররা মূর্তিপূজাও করতো এবং বুযুর্গ পূজাও। আর এ সবই তো গাইরুল্লাহ্'রই ইবাদাত। অতএব মূর্তিপূজা ও বুযুর্গ পূজার মাঝে আর কোন ব্যবধানই থাকলো না।

পবিত্র কুর'আন মাজীদে যদি বুযুর্গ পূজার কথা উল্লেখ না থেকে শুধু গাইরুল্লাহ্ পূজা এবং মূর্তিপূজার কথাই উল্লেখ থাকতো এরপরও কবরপন্থীদেরকে পীর পূজারী বা বুযুর্গ পূজারী মুশ্রিক বলতে কোন অসুবিধে নেই। কারণ, উক্ত ওলীরা তো গাইরুল্লাহ্। আর এরা বিপদের সময় ওলীদেরকে ডাকে, ওলীদের জন্য যবেহ্ ও মানত করে। তাদের কাছে আশা করে ও তাদেরকে ভয় পায়। যা তাদের পূজা বা ইবাদাতই বটে। সুতরাং তারা আল্লাহ্ পূজারী নয়। বরং তারা গাইরুল্লাহ্ পূজারী তথা পীর পূজারী বা বুযুর্গ পূজারী মুশ্রিক।

তবে অত্যন্ত মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, পবিত্র কুর'আন মাজীদে শুধু গাইরুল্লাহ্ পূজা এবং মূর্তিপূজার কথাই উল্লেখ নেই বরং তাতে এ কথারও উল্লেখ রয়েছে যে, মূলতঃ মক্কার কাফিররা বুযুর্গ পূজাই করতো। যা ইতিপূর্বে প্রমাণসহ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে উহার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিলো মূর্তিপূজার মাধ্যমেই। কারণ, তাঁরা তো আর তখন জীবিত ছিলেন না। ছিলো শুধু তাঁদের

নামের মূর্তিগুলো। তাই সরাসরি তখন সেগুলোরই পূজা হতো।

উক্ত রহস্যের কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা কখনো কখনো তাদেরকে মূর্তিপূজারী বলেছেন। আবার কখনো কখনো বুযুর্গ পূজারী। মূর্তিপূজারী এ জন্য যে, তারা সময় সময় মূর্তিগুলোর কাছে ধর্ণা দিতো। সেগুলোর তাওয়াফ করতো। সেগুলোর সেবায় খুব ব্যস্ত হয়ে যেতো। সেগুলোর সামনে নযর-নিয়ায পেশ করতো। আর বুযুর্গ পূজারী এ জন্য যে, তারা প্রয়োজনে এ মূর্তি নামক বুযুর্গদেরকে ডাকতো। তাঁদের নিকট নিজেদের প্রয়োজন পেশ করতো। তাঁরা একদা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাদের জন্য সুপারিশ বা মধ্যস্থতা করবে বলে তাঁদের উপর পূর্ণ নির্ভরশীল হতো।

একইভাবে এ যুগের কবরপন্থীরা কবরের গিলাফে চুম্বন খায়। কবরের তাওয়াফ করে। কবরকে সুসজ্জিত করে। কবরের উপর গম্বুজ বানায়। কবরের জন্য নযর-নিয়ায করে। এ জন্য তারা সরাসরি কবর পূজারী এবং পরোক্ষভাবে পীরপূজারী।

আর যখন তারা বিশেষ প্রয়োজনে কবরে শায়িত ওলীকে ডাকে, তার নিকট ফরিয়াদ করে, তার নিকট কোন ধরনের সাহায্য কামনা করে তখন তারা সরাসরি পীরপূজারী এবং পরোক্ষভাবে কবরপূজারী।

সুতরাং কেউ যদি তাদেরকে কবর নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার দরুন কবর পূজারী বলে তাও সে সত্যবাদী। কবরবাসীকে ডাকা ও তার জন্য মানত করার দরুন যদি কেউ তাদেরকে পীরপূজারী বলে তাও সে সত্যবাদী। উদ্ভট চিন্তা-চেতনার দরুন যদি কেউ তাদেরকে প্রবৃত্তিপূজারী বলে তাও সে সত্যবাদী এবং সর্বাবস্থায় তারা মুশ্রিকই মুশ্রিক।

মক্কার মুশ্রিকদের মা'বূদদেরকে "মান" বা "মা" শব্দদ্বয় দিয়ে ব্যক্ত করার মূল রহস্যঃ

জনাব আব্দুর রহ্মান ওয়াকীল তাঁর "দা'ওয়াতুল-'হক্ব" কিতাবে বলেনঃ

উক্ত কারণেই একই ঘটনার বর্ণনায় মুশ্‌রিকদের মা'বূদদেরকে কখনো "মান" শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করা হয়। আবার কখনো "মা" শব্দ দিয়ে। অর্থাৎ কখনো জড় পদার্থ বুঝায় এমন শব্দ দিয়ে। আবার কখনো জ্ঞানবান মানুষ বুঝায় এমন শব্দ দিয়ে তাদের মা'বূদদেরকে ব্যক্ত করা হয়েছে।

যখন "মা" শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করা হয় তখন ওলীদের নামে স্থাপিত মূর্তিগুলোকেই বুঝানো হয়। আর যখন "মান" শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করা হয় তখন সে বুযুর্গদেরকেই বুঝানো হয় যাদের নামে এ মূর্তিগুলো তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং উভয় অভিব্যক্তি একই। পার্থক্য শুধু ধরনগত। কারণ, সবই তো গাইরুল্লাহ্'রই অভিব্যক্তি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِيْ السَّمَاوَاتِ ... ﴾

(আল-আহ্‌ক্বাফ : ৪)

অর্থাৎ তুমি বলে দাওঃ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তাদের সম্পর্কে কি কখনো ভেবে দেখেছো ? তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে তা আমাকে দেখাও কিংবা আকাশমণ্ডলীতে কি তাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে ?

এর পরের আয়াতেই আল্লাহ্ তা'আলা একই বিষয়ে বলেনঃ

﴿ وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غَافِلُوْنَ ﴾

(আল-আহ্‌ক্বাফ : ৫)

অর্থাৎ সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে যে আল্লাহ্ তা'আলার পরিবর্তে এমন কাউকে ডাকে যে কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিবে না এবং তারা এদের প্রার্থনা সম্পর্কেও একেবারেই অনবগত।

সুতরাং কবরপন্থীরা এ কথা বলে পার পাবে না যে, মক্কার কাফিররা তো মূর্তিকে ডাকতো। আর আমরা ডাকছি পীর-বুযুর্গদেরকে। না, বরং মক্কার কাফিররাও তাদের বুযুর্গদেরকেই ডাকতো।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيْمَ ، إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَ قَوْمِهِ مَا تَعْبُدُوْنَ ، قَالُوْا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِيْنَ ، قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ إِذْ تَدْعُوْنَ ، أَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ أَوْ يَضُرُّوْنَ ، قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَآ آبَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُوْنَ ، قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ، أَنْتُمْ وَآبَآؤُكُمُ الْأَقْدَمُوْنَ ، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْ إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ﴾

(আশ-শু'আরা' ৬৯-৭৭)

অর্থাৎ তাদের নিকট ইব্রাহীম ﷺ এর বৃত্তান্ত বর্ণনা করো। সে যখন তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিলোঃ তোমরা কিসের ইবাদাত করছো ? তারা বললোঃ আমরা মূর্তি পূজা করছি এবং আমরা নিষ্ঠার সাথেই তাদের পূজায় সর্বদা নিমগ্ন। সে (ইব্রাহীম ﷺ) বললোঃ তোমরা প্রার্থনা করলে কি তারা তোমাদের প্রার্থনা শুনতে পায় ? তারা কি তোমাদের কোন উপকার কিংবা অপকার করতে পারে ? তারা বললোঃ না, তবে আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এমনই করতে দেখেছি। সে (ইব্রাহীম ﷺ) বললোঃ তোমরা কি কখনো সে মূর্তিগুলো সম্পর্কে ভেবে দেখেছো যেগুলোর তোমরা পূজা করছো ? এমনকি তোমাদের পূর্ব-পুরুষরাও। তারা তো আমার চরম শত্রু একমাত্র সর্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া।

উক্ত আয়াত সমূহে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কাফিররা যখন বললোঃ আমরা তো মূর্তি পূজা করছি তখন ইব্রাহীম ﷺ বললেনঃ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ অর্থাৎ ইব্রাহীম ﷺ মূর্তিগুলোকে জ্ঞানবান মানুষ বুঝায় এমন শব্দ দিয়ে ব্যক্ত

করেছেন। কারণ, তিনি সেই বুযুর্গদের প্রতি ইঙ্গিত করতে চাচ্ছেন যাঁদের নামে উক্ত মূর্তিগুলো বানানো হয়েছে। তাঁর এমন উদ্দেশ্য না থাকলে তিনি অবশ্যই বলতেনঃ هَلْ تَسْمَعُكُمْ । পরিশেষে আবারো ইব্রাহীম ﷺ মূর্তিগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেনঃ أَفَرَأَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ । এরপর আবারো তিনি সেই বুযুর্গদের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেনঃ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْ অর্থাৎ ইব্রাহীম ﷺ মূর্তিগুলোকে জ্ঞানবান মানুষ বুঝায় এমন শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর এমন উদ্দেশ্য না থাকলে তিনি অবশ্যই বলতেনঃ فَإِنَّهَا عَدُوٌّ لِيْ ।

এভাবেই কুর'আন মাজীদে মূর্তি পূজার একই ঘটনা "মান" ও "মা" উভয় শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে। কারণ, মুশ্রিকরা একই বুযুর্গের পূজা দিতে গিয়ে কখনো তাঁর মূর্তি পূজা করে আবার কখনো তাঁর কবর পূজা করে আবার কখনো কিছু না পেয়ে তাঁর কবরের গিলাফ পর্যন্ত পূজা করে।

যখন আমরা জানতে পারলাম কি কি কারণে আল্লাহ্ তা'আলা মক্কার কাফির ও মুশ্রিকদেরকে একাধিক ইলাহ্ পূজারী, আল্লাহ্ তা'আলার অংশীদার গ্রহণকারী ও মূর্তিপূজারী বলে আখ্যায়িত করেছেন তখন আমাদের এ কথা বুঝতে এতটুকুও কষ্ট হয় না যে, এ সবের মূলে রয়েছে বুযুর্গ পূজা এবং বুযুর্গদেরকে নিয়ে অতি ব্যস্ততাই শির্কের মূল কারণ।

তাই আমাদের সকলকে বিনা দ্বিধায় এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, মুশ্রিকদের মা'বূদগুলোর ব্যাখ্যায় বর্ণনা বা অভিব্যক্তির ভিন্নতা শুধুমাত্র দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার দরুনই হয়েছে। নতুবা মূল বস্তুটি হুবহু একই। পার্থক্য শুধু ধরনগত। অতএব যে যে দৃষ্টিভঙ্গির দরুন মক্কার কাফির ও মুশ্রিকদের মা'বূদগুলোর নামে পরিবর্তন হয়েছে তা নিম্নোক্ত আলোচনায় আরো সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

জনাব আব্দুর রহ্মান ওয়াকীল তাঁর “দা’ওয়াতুল-’হক্ব” কিতাবে বলেনঃ মক্কার কাফিরদের মা’বূদদেরকে কখনো কখনো ওলী বলা হয়েছে। কারণ, তারা বিপদের সময় তাদের মা’বূদদের নিকট অত্যন্ত করুণ ভঙ্গিতে ফরিয়াদ করতো। তাদেরকে ডাকতো। আর এটাই তাদের মা’বূদদের মূল বিশেষণ। কখনো কখনো তাদের মা’বূদদেরকে শরীক বা অংশীদার বলা হয়েছে। কারণ, তারা তাদের মা’বূদদেরকে ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা’আলার অংশীদার বানিয়েছে। কখনো কখনো তাদের মা’বূদদেরকে ইলাহ্ বা মা’বূদ বলা হয়েছে। কারণ, তারা তাদের মা’বূদদেরকে পূর্ণাঙ্গ অর্থেই মা’বূদ বানিয়ে নিয়েছে। তাদের ইবাদাত করেছে। তাদের নিকট ফরিয়াদ করেছে। ইত্যাদি ইত্যাদি। কখনো কখনো তাদের মা’বূদদেরকে “ওয়াসান”, “স্বানাম” কিংবা “তিম্সাল” তথা মূর্তি বলা হয়েছে। কারণ, তারা ইবাদাতের সুবিধার জন্য তাদের মৃত ওলীদের নামে মূর্তি বানিয়ে নিয়েছে। কখনো কখনো তাদের মা’বূদদেরকে “ত্বাগূত” বলা হয়েছে। কারণ, সে মূর্তিই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে অথবা তারা সে মূর্তির কারণেই পথভ্রষ্ট হয়েছে। কখনো কখনো তাদের মা’বূদদেরকে শয়তান বলা হয়েছে। কারণ, মূলতঃ শয়তানই তাদেরকে এ মূর্তিপূজার পরামর্শ দিয়েছে।

আল্লাহ্ তা’আলা বলেনঃ

﴿ إِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِه إِلاَّ إِنَاثًا ، وَ إِنْ يَّدْعُوْنَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيْدًا ﴾

(আন-নিসা’ : ১১৭)

অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ তা’আলাকে বাদ দিয়ে তাঁর পরিবর্তে নারী মূর্তিগুলোকেই আহ্বান করে। মূলতঃ তারা এতে করে বিদ্রোহী শয়তানকেই আহ্বান করছে।

আল্লাহ্ তা’আলা আরো বলেনঃ

﴿ يَآ أَبَتِ لاَ تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ، إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴾

(মারইয়াম : ৪৪)

অর্থাৎ (ইব্রাহীম عليه السلام বলেনঃ) হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদাত করো না। কারণ, শয়তান তো দয়াময় প্রভুর একান্ত অবাধ্য।

কখনো কখনো তাদের মা'বূদদেরকে "যান" বা অমূলক ধারণা বলা হয়েছে। কারণ, তারা তাদের মূর্তিদের সম্পর্কে ভালো-মন্দের অমূলক ধারণা করতো। কখনো কখনো তাদের মা'বূদদেরকে "হাওয়া" বা মনঃকুপ্রবৃত্তি বলা হয়েছে। কারণ, তারা এগুলোর পূজার ব্যাপারে মনের কুপ্রবৃত্তিরই অনুসরণ করেছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَ مَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ شُرَكَآءَ ، إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ إِلاَّ الظَّنَّ ، وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُوْنَ ﴾

(ইউনুস : ৬৬)

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে বাদ দিয়ে অন্য শরীকদেরকে ডাকে তারা মূলতঃ অমূলক ধারণারই অনুসরণ করছে এবং অনুমানপ্রসূত কথাই বলছে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ مَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ، وَ لَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدَى ﴾

(আন-নাজ্ম : ২৩)

অর্থাৎ তারা তো অনুসরণ করছে অমূলক ধারণার এবং অন্তরের কুপ্রবৃত্তির ; অথচ তাদের নিকট এসেছে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সঠিক পথ নির্দেশ।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَ أَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾

(আল-জাসিয়াহ্ : ২৩)

অর্থাৎ তুমি কি লক্ষ্য করেছো ওদের দিকে যারা নিজেদের খেয়াল-খুশিকেই মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে ? আল্লাহ্ তা'আলা জেনে-শুনেই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছেন।

কখনো কখনো তাদের মা'বূদদেরকে "আসমা'" তথা অন্তঃসারশূন্য নাম সমূহ বলা হয়েছে। কারণ, তারা তাদের মূর্তিগুলোকে ওলী বলেছে ; অথচ আল্লাহ্ তা'আই হচ্ছেন সত্যিকারের ওলী তথা মহান অভিভাবক। তারা তাদের মূর্তিগুলোকে সুপারিশকারী বলেছে ; অথচ সুপারিশের চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই হাতে। অতএব তাদের মা'বূদগুলো হচ্ছে নামসর্বস্ব কিছু আকৃতি মাত্র।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِه إِلآ أَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَآ أَنْتُمْ وَ آبَآءُكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ﴾

(ইউসুফ : ৪০)

অর্থাৎ তাঁকে (আল্লাহ্ তা'আলাকে) বাদ দিয়ে তোমরা শুধু কতকগুলো নামেরই ইবাদাত করছো। যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষরাই রেখেছে। যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা কোন প্রমাণই পাঠাননি।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ إِنْ هِيَ إِلآ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَآ أَنْتُمْ وَ آبَآءُكُمْ مَّآ أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ﴾

(আন-নাজ্ম : ২৩)

অর্থাৎ এগুলো তো কয়েকটি নাম মাত্র। যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষরাই রেখেছে। যার সমর্থনে আল্লাহ্ তা'আলা কোন প্রমাণই পাঠাননি।

সুতরাং কোন মুশ্রিক যেন আপনাকে বিশেষণের মার পেঁচে ফেলতে না

পারে। কারণ, সবগুলো বিশেষণ একই বস্তুর। যার নাম হচ্ছে গায়রুল্লাহ্। অভিব্যক্তির পরিবর্তন দেখে ধোঁকা খাওয়ার কোন যৌক্তিকতাই নেই। কারণ, মূল বস্তু তো একই। এরপর কবরপন্থী ও পীর পূজারীদের এ ধরনের কোন ঠুনকো যুক্তিই আর গ্রহণযোগ্য হবে না। তারা বলেঃ মক্কার কাফিররা তো মূর্তিপূজা করতো এবং তারা সেগুলোকে ইলাহ্ মনে করতো। আর আমরা তো শুধু আল্লাহ্'র ওলীদেরকেই ডাকছি। এর বেশি আর কিছুই নয়। কারণ, পূর্বের কুর'আন ভিত্তিক আলোচনা এর অসারতাই প্রমাণ করছে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝা ও সে মতে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন! সুম্মা আমীন!

وَ صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

সমাপ্ত

সূচিপত্রঃ

হে আল্লাহ্‌! আপনি আমাদের সকলকে শির্‌ক থেকে বাঁচার তাওফীক দান করুন। আ'মীন সুম্মা আ'মীন।